বাংলাদেশ বিষয়াবলি

বিসিএস | ব্যাংক জব | NTRCA | প্রাইমারি | বিজেএস

চাকরি বাংলা
সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি

বাংলাদেশ বিষয়াবলি সম্পূর্ণ প্রস্তুতি

বাংলাদেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি নিয়োগ পরীক্ষার সম্পূর্ণ বাংলাদেশ বিষয়াবলি প্রস্তুতি

প্রকাশনায়
চাকরি বাংলা

সম্পাদনায়
রায়হান খান

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত © চাকরি বাংলা

প্রকাশনা ও প্রতিষ্ঠান পরিচিতি

চাকরি বাংলা (Chakri Bangla) সম্পর্কে

"চাকরি বাংলা" বাংলাদেশের প্রতিযোগিতামূলক চাকরির পরীক্ষার্থীদের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, যেখানে বিসিএস, ব্যাংক জব, শিক্ষক নিবন্ধন (NTRCA), প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক, বিজেএস (সহকারী জজ) ও বার কাউন্সিল নিয়োগ পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি, বিষয়ভিত্তিক মডিউল, বিগত সালের প্রশ্ন সমাধান এবং টাইমড মডেল টেস্ট এক জায়গায় প্রদান করা হয়। ২০২৪ সালের ২২ মার্চ প্রতিষ্ঠিত এই প্ল্যাটফর্মের লক্ষ্য মানসম্পন্ন প্রস্তুতিমূলক কনটেন্ট সকলের জন্য উন্মুক্ত ও সহজলভ্য করে তোলা।

কেন চাকরি বাংলা?

- প্রতিটি প্রশ্ন প্রকৃত নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র থেকে সংগৃহীত ও যাচাইকৃত — কোনো অনুমাননির্ভর প্রশ্ন নেই।
- প্রতিটি উত্তরের সাথে বিস্তারিত ও মৌলিক ব্যাখ্যা, যা মুখস্থ নয় বরং ধারণা স্পষ্ট করে।
- বিষয়ভিত্তিক ও টপিকভিত্তিক সুসংগঠিত বিন্যাস, ফলে নির্দিষ্ট টপিক দ্রুত খুঁজে অনুশীলন করা যায়।
- নিয়মিত হালনাগাদ ও অভিজ্ঞ সম্পাদকীয় টিম কর্তৃক মানসম্পন্ন সম্পাদনা।

এই বইটি সম্পর্কে

এই সংকলনে বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি নিয়োগ পরীক্ষায় (বিসিএস, ব্যাংক জব, শিক্ষক নিবন্ধন, প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক, বিজেএস ও বার কাউন্সিল) আগত বাংলাদেশ বিষয়াবলি বিষয়ের সকল গুরুত্বপূর্ণ টপিকের বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও প্রকৃত পরীক্ষার প্রশ্নসহ একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি গ্রন্থ প্রদান করা হলো। প্রাচীন বাংলা ও মুঘল আমল থেকে শুরু করে ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ, সংবিধান-রাষ্ট্রকাঠামো, ভূগোল-অর্থনীতি, সমাজ-সংস্কৃতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক-প্রতিরক্ষা পর্যন্ত প্রতিটি অধ্যায়ে চিত্র ও ইনফোগ্রাফিকসহ সহজবোধ্য ব্যাখ্যা, মনে রাখার কৌশল এবং প্রকৃত পরীক্ষার প্রশ্ন একত্রে উপস্থাপন করা হয়েছে। পরিশিষ্টে প্রতিটি টপিকের সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার নাম উল্লেখসহ সংকলিত হয়েছে। সকল ব্যাখ্যা মৌলিক ও চাকরি বাংলার নিজস্ব গবেষণার ফসল।

যোগাযোগ

ওয়েবসাইট:	www.chakribangla.com
ই-মেইল:	info@chakribangla.com
মোবাইল:	+৮৮ ০১৭৩৮ ৯৫০ ৯৯৬
ঠিকানা:	ঢাকা, বাংলাদেশ

মতামত ও পরামর্শ

বইটিতে কোনো ভুল-ত্রুটি চোখে পড়লে অথবা ভবিষ্যৎ সংস্করণের জন্য কোনো পরামর্শ থাকলে আমাদের ই-মেইল বা ফেসবুক পেজে জানানোর অনুরোধ রইলো। পাঠকদের মতামত আমাদের প্রতিটি সংস্করণকে আরও নির্ভুল ও সমৃদ্ধ করে তোলে।

এই বইয়ের সকল প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট নিয়োগ পরীক্ষা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত প্রশ্নপত্র থেকে সংগৃহীত; প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর ও ব্যাখ্যা চাকরি বাংলার সম্পাদকীয় টিম কর্তৃক প্রণীত। এই বইয়ের কোনো অংশ প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত পুনরুৎপাদন বা প্রচার করা যাবে না। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত © চাকরি বাংলা।

সূচিপত্র

1 প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ইতিহাস 17

বই পরিচিতি ও প্রস্তুতির কৌশল (How to Use This Book) 18

1 প্রাচীন বাংলা ও জনপদসমূহ (Ancient Bengal & Janapadas) 22
- 1.1 প্রাচীন বাংলা: সূচনা কথা . . . 22
- 1.2 প্রাচীন বাংলার জনপদসমূহ . . . 23
  - 1.2.1 পুণ্ড্র (পুণ্ড্রবর্ধন) . . . 23
  - 1.2.2 বঙ্গ . . . 23
  - 1.2.3 সমতট . . . 23
  - 1.2.4 গৌড় . . . 24
  - 1.2.5 হরিকেল . . . 24
  - 1.2.6 বরেন্দ্র (বরেন্দ্রভূমি) . . . 24
- 1.3 মৌর্য ও গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রভাব . . . 26
- 1.4 শশাঙ্ক: প্রথম স্বাধীন বাংলার রাজা . . . 26
- 1.5 পাল বংশ . . . 27
  - 1.5.1 ধর্মপাল, দেবপাল ও পাল বংশের স্বর্ণযুগ . . . 27
- 1.6 অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান . . . 28
- 1.7 সেন বংশ . . . 29
- 1.8 প্রাচীন বাংলার বাণিজ্য ও সংস্কৃতি . . . 30

2 সুলতানি ও মুঘল আমল (Sultanate & Mughal Period) 32
- 2.1 বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয় . . . 32
- 2.2 দিল্লি সালতানাতের অধীনে বাংলা . . . 33
  - 2.2.1 হযরত শাহজালাল (রহ.) ও সিলেট বিজয় . . . 33
- 2.3 স্বাধীন সুলতানি আমল . . . 34
  - 2.3.1 ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ: স্বাধীন সুলতানি শাসনের সূচনা . . . 34
  - 2.3.2 ইলিয়াস শাহী বংশ ও "বাঙ্গালা" নামের প্রচলন . . . 34
  - 2.3.3 হোসেন শাহী বংশ ও বাংলার স্বর্ণযুগ . . . 35
- 2.4 বারো ভূঁইয়া . . . 36
- 2.5 মুঘল সাম্রাজ্যের অধীনে বাংলা সুবা . . . 37
- 2.6 মুর্শিদকুলী খান ও রাজধানী স্থানান্তর . . . 38
- 2.7 সোনারগাঁও-এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব . . . 38
- 2.8 ইউরোপীয় বণিকদের আগমন . . . 40
- 2.9 নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও পলাশীর যুদ্ধের ভূমিকা . . . 41
- 2.10 অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ . . . 42

3 ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ও বঙ্গভঙ্গ (British Colonial Rule & Partition of Bengal) 43
- 3.1 পলাশীর যুদ্ধ (1757) ও ব্রিটিশ শাসনের সূচনা . . . 44
- 3.2 ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন . . . 45
- 3.3 চিরস্থায়ী ভূমি ব্যবস্থা (লর্ড কর্নওয়ালিস) . . . 46
- 3.4 সিপাহি বিদ্রোহ (1857) ও এর প্রভাব . . . 46
- 3.5 নীলবিদ্রোহ ও ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ . . . 47
  - 3.5.1 ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ . . . 47
  - 3.5.2 নীলবিদ্রোহ . . . 47
- 3.6 বঙ্গভঙ্গ 1905 (লর্ড কার্জন) ও স্বদেশী আন্দোলন . . . 48
- 3.7 বঙ্গভঙ্গ রদ (1911) . . . 48

চাকরি বাংলা
সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি

3.8 অবিভক্ত বাংলার নেতৃত্ব: এ. কে. ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী . . . 49
3.9 1947-এর দেশভাগ ও পাকিস্তান সৃষ্টি . . . 49
3.10 অনুশীলনী . . . 50

2 পাকিস্তান আমল ও স্বাধিকার আন্দোলন 54

4 পাকিস্তান আমল ও ভাষা আন্দোলন (Pakistan Period & Language Movement) 55
4.1 পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বৈষম্য . . . 55
4.2 রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে বিতর্কের সূচনা . . . 56
4.3 1952 সালের ভাষা আন্দোলন: পটভূমি ও ঘটনাপ্রবাহ . . . 56
4.4 শহীদ মিনার নির্মাণ . . . 58
4.5 আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি . . . 58
4.6 যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন 1954 ও 21-দফা কর্মসূচি . . . 58
4.7 সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি ও আন্দোলনের সাংগঠনিক কাঠামো . . . 60
4.8 অনুশীলনী . . . 61

5 স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন ও ছয় দফা (Autonomy Movement & Six-Point Programme) 64
5.1 পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যের প্রেক্ষাপট . . . 64
5.1.1 অর্থনৈতিক বৈষম্য . . . 65
5.1.2 প্রশাসনিক ও সামরিক বৈষম্য . . . 65
5.1.3 রাজনৈতিক বৈষম্য: এক ইউনিট প্রথা . . . 65
5.1.4 ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বৈষম্য . . . 66
5.2 1965 সালের যুদ্ধ ও ছয় দফার প্রেক্ষাপট . . . 66
5.3 ছয় দফা কর্মসূচির ঘোষণা . . . 66
5.4 ছয় দফা কর্মসূচি: দফাওয়ারি বিস্তারিত বিবরণ . . . 67
5.5 ছয় দফাকে কেন "বাঙালির মুক্তির সনদ" বলা হয় . . . 68
5.6 ছয় দফার প্রতিক্রিয়া ও আইয়ুব সরকারের দমননীতি . . . 69
5.7 আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা (1968) . . . 69
5.8 গণআন্দোলন 1969 ও আগরতলা মামলা প্রত্যাহার . . . 70
5.9 অনুশীলনী . . . 71

6 ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও 1970 নির্বাচন (1969 Uprising & 1970 Election) 74
6.1 1969 সালের গণঅভ্যুত্থানের পটভূমি ও কারণ . . . 74
6.2 ছাত্রসমাজের এগারো দফা ও আন্দোলনের সূচনা . . . 75
6.3 শহীদ আসাদ, মতিউর ও সার্জেন্ট জহুরুল হক . . . 76
6.4 আইয়ুব খানের পতন ও ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতা গ্রহণ . . . 76
6.5 1970 সালের সাধারণ নির্বাচন . . . 77
6.6 নির্বাচনের পর ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি ও এর পরিণতি . . . 78
6.7 অনুশীলনী . . . 79

3 মহান মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ 82

7 মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি ও সূচনা (Liberation War Background & Onset) 83
7.1 1971 সালের রাজনৈতিক সংকট: পটভূমি . . . 83
7.1.1 1970-এর নির্বাচন ও ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা . . . 84
7.1.2 অসহযোগ আন্দোলন ও স্বাধীনতার প্রস্তুতি . . . 84
7.2 বঙ্গবন্ধুর 7ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ . . . 85
7.3 অপারেশন সার্চলাইট: 25শে মার্চের কালরাত . . . 86
7.4 স্বাধীনতার ঘোষণা: 26 মার্চ 1971 . . . 86
7.5 মুজিবনগর সরকার গঠন: 17 এপ্রিল 1971 . . . 87
7.6 স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র . . . 87
7.7 শরণার্থী সংকট, ভারতে আশ্রয় ও আন্তর্জাতিক জনমত . . . 88
7.8 অনুশীলনী . . . 89

8 মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ ও সেক্টর (Liberation War Course & Sectors) 92
8.1 মুক্তিবাহিনী গঠন ও কাঠামো . . . 92
8.2 মুক্তিযুদ্ধের 11টি সেক্টর ও সেক্টর কমান্ডার . . . 93

চাকরি বাংলা
সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি

8.3 তিনটি ব্রিগেড: জেড ফোর্স, কে ফোর্স ও এস ফোর্স . . . 94
8.4 নৌ ও বিমান অভিযান: অপারেশন জ্যাকপট ও কিলো ফ্লাইট . . . 95
8.5 ভারতের সহযোগিতা ও মিত্রবাহিনী গঠন . . . 95
8.6 যৌথ বাহিনীর চূড়ান্ত আক্রমণ ও পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণ . . . 96
8.7 বিজয় দিবস . . . 96
8.8 অনুশীলনী . . . 97

9 মুক্তিযুদ্ধের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও বীরশ্রেষ্ঠ (Liberation War Figures & Bir Sreshtho) 101
9.1 রাষ্ট্রীয় খেতাবের চারটি স্তর ও প্রাপ্তির সংখ্যা . . . 101
9.2 7 জন বীরশ্রেষ্ঠের সম্পূর্ণ তালিকা . . . 105
9.2.1 সিপাহী মোস্তফা কামাল . . . 106
9.2.2 ল্যান্স নায়েক মুন্সী আব্দুর রউফ . . . 106
9.2.3 সিপাহী হামিদুর রহমান . . . 106
9.2.4 ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান . . . 106
9.2.5 ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ . . . 107
9.2.6 ইঞ্জিন রুম আর্টিফিসার মোহাম্মদ রুহুল আমিন . . . 107
9.2.7 ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর . . . 107
9.3 নারী মুক্তিযোদ্ধা ও বীর প্রতীক . . . 108
9.4 খেতাবপ্রাপ্ত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব . . . 109
9.5 মুক্তিযুদ্ধের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব . . . 109
9.5.1 তাজউদ্দীন আহমদ . . . 109
9.5.2 জেনারেল এম এ জি ওসমানী . . . 110
9.5.3 খন্দকার মোশতাক আহমেদ . . . 110
9.6 বিদেশি বন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধে আন্তর্জাতিক সমর্থন . . . 110
9.6.1 পণ্ডিত রবিশঙ্কর ও জর্জ হ্যারিসন: কনসার্ট ফর বাংলাদেশ . . . 111
9.6.2 আন্দ্রে মালরো . . . 111
9.6.3 অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বিদেশি বন্ধু . . . 111
9.7 অনুশীলনী . . . 113

4 স্বাধীনতা পরবর্তী রাজনৈতিক ইতিহাস 115

10 মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ (Post-Liberation Bangladesh 1972-75) 116
10.1 মুজিবনগর সরকার: বাংলাদেশের প্রথম মন্ত্রিসভা . . . 116
10.2 বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন (10 জানুয়ারি 1972) . . . 120
10.3 যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন . . . 121
10.4 নতুন সরকার কাঠামো: রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী পদ্ধতি . . . 122
10.5 গণপরিষদ ও সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়া . . . 122
10.6 চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি . . . 123
10.7 একদলীয় শাসন ব্যবস্থা: বাকশাল গঠন (1975) . . . 124
10.8 15 আগস্ট 1975: মর্মান্তিক ঘটনা ও এর প্রভাব . . . 125
10.9 অনুশীলনী . . . 126

11 সামরিক শাসন আমল (Military Rule Period 1975-90) 128
11.1 1975-পরবর্তী রাজনৈতিক অস্থিরতা . . . 128
11.1.1 খন্দকার মোশতাক আহমেদের স্বল্পকালীন শাসন . . . 129
11.2 সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানের ক্ষমতা গ্রহণ . . . 130
11.3 জিয়াউর রহমানের শাসনামল . . . 130
11.3.1 বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তন . . . 130
11.3.2 বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) গঠন . . . 131
11.3.3 1978 সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন . . . 131
11.4 জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ড (1981) . . . 132
11.5 বিচারপতি সাত্তারের স্বল্পকালীন শাসন . . . 132
11.6 হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের ক্ষমতা গ্রহণ (1982) . . . 132
11.7 এরশাদের শাসনামল . . . 133
11.7.1 জাতীয় পার্টি গঠন . . . 133
11.7.2 স্থানীয় সরকার সংস্কার . . . 133
11.8 স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের সূচনা . . . 134
11.9 অনুশীলনী . . . 135

চাকরি বাংলা
সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি

12 গণতান্ত্রিক পুনরুদ্ধার ও সাম্প্রতিক রাজনীতি (Democratic Restoration & Recent Politics) 138
12.1 নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান ও এরশাদের পতন (1990) . . . 138
12.2 তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন . . . 139
12.3 1991 সালের নির্বাচন ও সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন . . . 140
12.4 পরবর্তী নির্বাচনসমূহ ও ক্ষমতার পালাবদল . . . 141
12.5 তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল (2011) . . . 142
12.6 অনুশীলনী . . . 143

5 ভূগোল ও পরিবেশ 146

13 ভৌগোলিক অবস্থান, সীমানা ও ভূপ্রকৃতি (Geography, Borders & Topography) 147
13.1 বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান . . . 147
13.1.1 অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ . . . 147
13.1.2 অবস্থানগত ও আঞ্চলিক পরিচিতি . . . 148
13.2 আয়তন ও আকৃতি . . . 148
13.3 সীমান্ত: প্রতিবেশী দেশ ও সীমান্তের দৈর্ঘ্য . . . 149
13.3.1 ভারতের সাথে সীমান্ত . . . 149
13.3.2 মিয়ানমারের সাথে সীমান্ত . . . 149
13.4 স্থল ও জলসীমা . . . 150
13.4.1 স্থলসীমান্তের ঐতিহাসিক জটিলতা: ছিটমহল সমস্যা . . . 150
13.4.2 উপকূলরেখা ও জলসীমা . . . 150
13.5 সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তি . . . 151
13.5.1 ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা বিরোধ . . . 151
13.5.2 মিয়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমা বিরোধ . . . 151
13.6 ভূপ্রকৃতি অনুযায়ী অঞ্চল বিভাজন . . . 152
13.6.1 প্লাবন সমভূমি (Floodplain) . . . 152
13.6.2 পার্বত্য অঞ্চল: পার্বত্য চট্টগ্রাম . . . 153
13.6.3 টিলাভূমি ও চা বাগান অঞ্চল: সিলেট . . . 153
13.6.4 বরেন্দ্রভূমি ও মধুপুর-ভাওয়াল গড় . . . 153
13.6.5 উপকূলীয় ও দ্বীপাঞ্চল . . . 154
13.7 সর্বোচ্চ পাহাড়চূড়া . . . 154
13.8 চরম বিন্দুসমূহ (Extreme Points) . . . 154
13.9 অনুশীলনী . . . 155

14 নদনদী ও জলবায়ু (Rivers & Climate) 158
14.1 বাংলাদেশের নদীর সংখ্যা ও প্রধান নদীব্যবস্থা . . . 158
14.1.1 নদীর সংখ্যা . . . 158
14.1.2 প্রধান তিনটি নদীব্যবস্থা . . . 159
14.2 গুরুত্বপূর্ণ ছোট নদী ও উপনদী . . . 160
14.2.1 কর্ণফুলী নদী . . . 160
14.2.2 সুরমা ও কুশিয়ারা নদী . . . 160
14.2.3 তিস্তা নদী . . . 160
14.2.4 অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উপনদী . . . 160
14.3 নদী ভাঙন ও চর . . . 161
14.3.1 নদীভাঙনের কারণ ও প্রভাব . . . 161
14.3.2 চর: ভাঙনের বিপরীত দিক . . . 161
14.4 বাংলাদেশের ষড়ঋতু . . . 161
14.5 মৌসুমি জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য . . . 162
14.5.1 মৌসুমি বায়ুর দিক পরিবর্তন . . . 162
14.5.2 তাপমাত্রার বৈশিষ্ট্য . . . 162
14.6 বৃষ্টিপাতের ধরন . . . 163
14.7 জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব . . . 163
14.8 অনুশীলনী . . . 163

15 প্রাকৃতিক সম্পদ ও খনিজ সম্পদ (Natural & Mineral Resources) 166
15.1 বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ: সংক্ষিপ্ত পরিচিতি . . . 166
15.2 প্রাকৃতিক গ্যাস: বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ . . . 167

চাকরি বাংলা
সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি

15.2.1 আবিষ্কার ও ইতিহাস . . . 167
15.2.2 প্রধান গ্যাসক্ষেত্রসমূহ . . . 167
15.2.3 প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার . . . 168
15.3 কয়লা (Coal) . . . 169
15.3.1 বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি . . . 169
15.3.2 জামালগঞ্জ কয়লাক্ষেত্র . . . 169
15.3.3 অন্যান্য কয়লাক্ষেত্র . . . 169
15.4 চুনাপাথর (Limestone) . . . 170
15.5 সাদা মাটি বা চীনামাটি (China Clay) . . . 170
15.6 পিট কয়লা (Peat) . . . 170
15.7 অন্যান্য উল্লেখযোগ্য খনিজ সম্পদ . . . 170
15.8 বাংলাদেশের জ্বালানি সংকট ও সমাধানের প্রচেষ্টা . . . 171
15.9 সারসংক্ষেপ: এক নজরে সব তথ্য . . . 171
15.10 অনুশীলনী . . . 172

16 উদ্ভিদ, প্রাণীজগৎ ও সুন্দরবন (Flora, Fauna & Sundarbans) 174
16.1 বাংলাদেশের বনভূমি: একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র . . . 174
16.2 বাংলাদেশের বনভূমির শ্রেণিবিভাগ বিস্তারিত . . . 175
16.2.1 ম্যানগ্রোভ বন . . . 175
16.2.2 শালবন বা পত্রঝরা বন . . . 175
16.2.3 চিরসবুজ ও আধা-চিরসবুজ বন . . . 175
16.3 সুন্দরবন: বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন . . . 176
16.3.1 অবস্থান ও আয়তন . . . 176
16.3.2 নদী, খাল ও সীমানা . . . 176
16.3.3 ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য ও রামসার স্বীকৃতি . . . 177
16.3.4 উদ্ভিদবৈচিত্র্য . . . 177
16.3.5 রয়েল বেঙ্গল টাইগার ও অন্যান্য বন্যপ্রাণী . . . 177
16.3.6 অর্থনৈতিক গুরুত্ব . . . 178
16.3.7 হুমকি ও দুর্যোগ . . . 178
16.4 জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ উদ্যোগ . . . 178
16.5 বাংলাদেশের বিলুপ্তপ্রায় ও বিপন্ন প্রজাতি . . . 179
16.6 সারসংক্ষেপ: এক নজরে সব তথ্য . . . 180
16.7 অনুশীলনী . . . 180

6 রাষ্ট্র ও সংবিধান 184

17 সংবিধান: মূলনীতি ও সংশোধনী (Constitution: Principles & Amendments) 185
17.1 সংবিধান প্রণয়নের পটভূমি ও ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া . . . 185
17.1.1 গণপরিষদ গঠন: সংবিধান রচনার প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি . . . 186
17.1.2 খসড়া থেকে কার্যকর হওয়া পর্যন্ত সময়রেখা . . . 186
17.1.3 ভাষা আন্দোলনের সাথে সাংবিধানিক সংযোগ . . . 187
17.2 সংবিধানের কাঠামো: এক নজরে পুরো দলিল . . . 187
17.2.1 প্রস্তাবনা (Preamble) . . . 187
17.2.2 ভাগ, অনুচ্ছেদ ও তফসিল . . . 188
17.2.3 ভাষা ও পাঠের প্রাধান্য . . . 189
17.3 রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি (দ্বিতীয় ভাগ) . . . 189
17.3.1 চারটি মূল স্তম্ভ . . . 189
17.3.2 সময়ের সাথে মূলনীতির পরিবর্তন: একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস . . . 190
17.4 মৌলিক অধিকারসমূহ (তৃতীয় ভাগ) . . . 191
17.4.1 গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার ও তাদের অনুচ্ছেদ . . . 191
17.4.2 মৌলিক অধিকার বনাম রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি: প্রয়োগযোগ্যতার পার্থক্য . . . 192
17.5 সংবিধান, ভাষা ও প্রণয়ন সংশ্লিষ্ট আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য . . . 193
17.6 সংবিধান সংশোধনের পদ্ধতি ও মৌলিক কাঠামো নীতি . . . 194
17.6.1 সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা . . . 194
17.6.2 মৌলিক কাঠামো নীতি: অনুচ্ছেদ 7ক ও 7খ . . . 194
17.7 বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধনীসমূহ: সম্পূর্ণ তালিকা . . . 195
17.7.1 প্রাথমিক সংশোধনীসমূহ (1973–1974): নতুন রাষ্ট্রের প্রাথমিক সমন্বয় . . . 195

চাকরি বাংলা
সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি

17.7.2 চতুর্থ সংশোধনী (1975): একদলীয় শাসন প্রবর্তন . . . 195
17.7.3 সামরিক শাসনামলের সংশোধনী (1979–1988): ফরমান অনুস্বীকৃতি ও ইসলামি বিধান সংযোজন . . 196
17.7.4 গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার পর্বের সংশোধনী (1989–2004) . . . 196
17.7.5 সাম্প্রতিক সংশোধনী (2011–2018) . . . 196
17.8 দ্রুত ঝালিয়ে নেওয়ার কৌশল ও সারসংক্ষেপ . . . 199
17.9 অনুশীলনী . . . 200

18 রাষ্ট্রীয় কাঠামো: রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভা (State Structure: President, PM, Cabinet) 202
18.1 নির্বাহী বিভাগের সাংবিধানিক কাঠামো: এক নজরে . . . 202
18.2 রাষ্ট্রপতি: বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রপ্রধান . . . 203
18.2.1 প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা . . . 203
18.2.2 নির্বাচন পদ্ধতি ও মেয়াদ . . . 203
18.2.3 ক্ষমতা ও দায়িত্ব: আনুষ্ঠানিক অথচ প্রতীকীভাবে গুরুত্বপূর্ণ . . . 203
18.3 প্রধানমন্ত্রী: রাষ্ট্রের প্রকৃত নির্বাহী প্রধান . . . 204
18.3.1 নিয়োগ পদ্ধতি . . . 205
18.3.2 ক্ষমতা ও দায়িত্ব . . . 205
18.4 মন্ত্রিপরিষদ (Cabinet) গঠন . . . 205
18.5 সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য . . . 206
18.5.1 দ্বাদশ সংশোধনী: সংসদীয় ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তন . . . 206
18.5.2 সংসদীয় ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ . . . 207
18.6 সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকারি কর্ম কমিশন . . . 207
18.7 বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীদের তালিকা: সংক্ষেপে . . . 208
18.8 সারসংক্ষেপ: রাষ্ট্রপতি বনাম প্রধানমন্ত্রী . . . 208
18.9 অনুশীলনী . . . 209

19 আইনসভা ও বিচার বিভাগ (Legislature & Judiciary) 211
19.1 জাতীয় সংসদ: প্রকৃতি ও মূল কাঠামো . . . 211
19.1.1 আসন সংখ্যা: 300 সরাসরি নির্বাচিত ও 50 সংরক্ষিত মহিলা আসন . . . 212
19.1.2 সদস্য হওয়ার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা . . . 213
19.2 স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার . . . 213
19.3 সংসদ অধিবেশন, কোরাম ও কার্যপ্রণালী . . . 214
19.4 বিল পাসের প্রক্রিয়া . . . 214
19.5 সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা . . . 215
19.6 জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ইতিহাস . . . 215
19.7 2024-পরবর্তী সংস্কার প্রস্তাবনা: দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদ . . . 216
19.8 বিচার বিভাগের কাঠামো: সুপ্রিম কোর্ট . . . 217
19.9 প্রধান বিচারপতি ও বিচারক নিয়োগ . . . 218
19.10 নিম্ন আদালত ব্যবস্থা . . . 218
19.11 বিচার বিভাগের স্বাধীনতা . . . 219
19.12 ঐতিহাসিক পটভূমি: ঔপনিবেশিক যুগের বিচার বিভাগ . . . 219
19.13 গুরুত্বপূর্ণ আইন ও বিলের তারিখ . . . 220
19.14 অধ্যায় সারসংক্ষেপ . . . 220
19.15 অনুশীলনী . . . 221

20 স্থানীয় সরকার ও নির্বাচন ব্যবস্থা (Local Government & Election System) 225
20.1 স্থানীয় সরকার: ধারণা ও গুরুত্ব . . . 225
20.2 স্থানীয় সরকারের স্তরবিন্যাস . . . 226
20.2.1 ইউনিয়ন পরিষদ . . . 226
20.2.2 উপজেলা পরিষদ . . . 227
20.2.3 জেলা পরিষদ . . . 227
20.2.4 নগর স্থানীয় সরকার: পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন . . . 227
20.2.5 তুলনামূলক সারণি: স্থানীয় সরকারের পাঁচ স্তর . . . 228
20.3 বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন: গঠন ও ক্ষমতা . . . 228
20.3.1 ভোটার তালিকা প্রণয়ন . . . 229
20.3.2 জাতীয় সংসদ নির্বাচন পদ্ধতি . . . 229
20.4 সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বনাম সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান . . . 229
20.5 অধ্যায় সারসংক্ষেপ . . . 230
20.6 অনুশীলনী . . . 230

চাকরি বাংলা
সরকারি-বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি

7 প্রশাসন ও অর্থনীতি 234

21 প্রশাসনিক বিভাগ ও জেলা পরিচিতি (Administrative Divisions & Districts) 235
21.1 প্রশাসনিক কাঠামোর ধারণা: বিভাগ থেকে ইউনিয়ন পর্যন্ত . . . 236
21.2 বাংলাদেশের ৪টি প্রশাসনিক বিভাগ . . . 237
21.2.1 তিনটি প্রাচীনতম বিভাগ: ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী . . . 237
21.2.2 খুলনা বিভাগ . . . 238
21.2.3 বরিশাল বিভাগ . . . 238
21.2.4 সিলেট বিভাগ . . . 238
21.2.5 রংপুর বিভাগ . . . 238
21.2.6 ময়মনসিংহ বিভাগ: সর্বকনিষ্ঠ বিভাগ . . . 238
21.3 জেলা: সংখ্যা, ইতিহাস ও প্রশাসনিক কাঠামো . . . 239
21.4 উপজেলা ও থানা: পার্থক্য ও কাঠামো . . . 239
21.5 ইউনিয়ন পরিষদ ও শহুরে স্থানীয় সরকার (সংক্ষিপ্ত) . . . 240
21.6 জেলাভিত্তিক বিখ্যাত পরিচিতি: রেফারেন্স সারণি . . . 240
21.7 ভৌগোলিক ও পরিসংখ্যানগত দিক থেকে উল্লেখযোগ্য জেলা . . . 241
21.8 গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা একনজরে . . . 242
21.9 অনুশীলনী . . . 242

22 কৃষি অর্থনীতি (Agricultural Economy) 246
22.1 বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির ভূমিকা . . . 246
22.2 প্রধান খাদ্যশস্য: ধান, গম ও ভুট্টা . . . 247
22.2.1 ধান: তিনটি মৌসুম . . . 247
22.2.2 গম ও ভুট্টা . . . 248
22.3 অর্থকরী ফসল: পাট, চা, তুলা ও ইক্ষু . . . 248
22.3.1 পাট: সোনালী আঁশ . . . 248
22.3.2 চা . . . 248
22.3.3 তুলা, ইক্ষু ও অন্যান্য . . . 248
22.4 উচ্চফলনশীল জাত (HYV) ও সবুজ বিপ্লব . . . 249
22.5 কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ . . . 250
22.6 সেচ ব্যবস্থা ও প্রধান সেচ প্রকল্প . . . 251
22.7 মৎস্য সম্পদ ও ইলিশ . . . 251
22.7.1 ইলিশ: জাতীয় মাছ . . . 252
22.7.2 চিংড়ি ও অন্যান্য মৎস্য সম্পদ . . . 252
22.8 কৃষিপণ্য রপ্তানি . . . 252
22.9 অনুশীলনী . . . 253

23 শিল্প, বাণিজ্য ও রপ্তানি-আমদানি (Industry, Trade & Export-Import) 255
23.1 বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্প ও বাণিজ্যের গুরুত্ব . . . 255
23.2 বাংলাদেশের প্রধান শিল্প খাত . . . 256
23.2.1 তৈরি পোশাক শিল্প (Ready-Made Garments – RMG) . . . 256
23.2.2 পাট শিল্প (Jute Industry) . . . 257
23.2.3 ওষুধ শিল্প (Pharmaceutical Industry) . . . 257
23.2.4 চামড়া শিল্প (Leather Industry) . . . 258
23.3 রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (Export Processing Zone – EPZ) . . . 258
23.4 প্রধান রপ্তানি পণ্য ও রপ্তানি গন্তব্য দেশ . . . 259
23.5 প্রধান আমদানি পণ্য . . . 259
23.6 বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ ও প্রবাসী আয় (রেমিট্যান্স) . . . 260
23.7 বাংলাদেশের প্রধান শিল্প নগরী . . . 261
23.7.1 নারায়ণগঞ্জ . . . 261
23.7.2 চট্টগ্রাম . . . 261
23.8 অনুশীলনী . . . 261

24 ব্যাংকিং, মুদ্রা ও বাজেট (Banking, Currency & Budget) 264
24.1 বাংলাদেশ ব্যাংক: প্রতিষ্ঠা ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে ভূমিকা . . . 264
24.1.1 প্রতিষ্ঠার ইতিহাস . . . 264
24.1.2 গভর্নর: নিয়োগ, মেয়াদ ও ধারাবাহিকতা . . . 265
24.1.3 কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কার্যাবলি . . . 265

চাকরি বাংলা
সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি

24.1.4 মুদ্রানীতি ও নীতি সুদহার . . . 265
24.1.5 বিনিময় হার ব্যবস্থা . . . 266
24.1.6 বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি (2016) . . . 266
24.1.7 অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য . . . 266
24.2 বাণিজ্যিক ব্যাংক শ্রেণিবিন্যাস . . . 267
24.2.1 রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক (State-Owned Commercial Banks – SOCBs) . . . 267
24.2.2 বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক (Private Commercial Banks – PCBs) . . . 267
24.2.3 বিশেষায়িত ব্যাংক (Specialized Development Banks – SDBs) . . . 268
24.2.4 বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক (Foreign Commercial Banks – FCBs) . . . 268
24.3 বাংলাদেশের মুদ্রা "টাকা"-র ইতিহাস ও প্রতীক . . . 268
24.3.1 নামকরণ ও ইতিহাস . . . 268
24.3.2 মুদ্রার প্রতীক (৳) . . . 269
24.3.3 ব্যাংক নোট বনাম সরকারি নোট . . . 269
24.3.4 বিহিত মুদ্রা ও বিনিময় হার ব্যবস্থা . . . 269
24.4 জাতীয় বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়া ও অর্থবছর . . . 269
24.4.1 অর্থবছর . . . 269
24.4.2 বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ার ধাপ . . . 270
24.4.3 বাজেটের কাঠামো . . . 270
24.5 রাজস্ব আয়ের উৎস . . . 270
24.5.1 কর রাজস্ব . . . 271
24.5.2 কর-বহির্ভূত রাজস্ব . . . 271
24.5.3 জিডিপি পরিমাপ . . . 271
24.6 মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ . . . 271
24.7 পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রণ ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান . . . 272
24.8 অনুশীলনী . . . 272

25 উন্নয়ন পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক সূচক (Development Plans & Economic Indicators) 276
25.1 পরিকল্পিত উন্নয়নের ধারণা ও প্রেক্ষাপট . . . 276
25.2 পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (Five Year Plans) . . . 277
25.2.1 পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ইতিহাস ও উদ্দেশ্য . . . 277
25.2.2 অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা: সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপট . . . 278
25.3 প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (Perspective Plan) . . . 278
25.4 রূপকল্প 2021 ও রূপকল্প 2041 . . . 279
25.4.1 রূপকল্প 2021: ডিজিটাল বাংলাদেশ . . . 279
25.4.2 রূপকল্প 2041: স্মার্ট বাংলাদেশ . . . 279
25.5 টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals -- SDG) . . . 279
25.6 মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণ . . . 280
25.6.1 আয়ভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ: নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ . . . 280
25.6.2 স্বল্পোন্নত দেশ (LDC) থেকে উত্তরণ . . . 280
25.7 গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সূচক . . . 281
25.7.1 মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) ও মোট জাতীয় আয় (GNI) . . . 281
25.7.2 মাথাপিছু আয় (Per Capita Income) . . . 282
25.7.3 দারিদ্র্যের হার (Poverty Rate) . . . 283
25.7.4 রেমিট্যান্স ও জনশক্তি রপ্তানি . . . 283
25.8 মেগা প্রকল্প সংক্ষেপে . . . 283
25.8.1 পদ্মা বহুমুখী সেতু . . . 284
25.8.2 অন্যান্য উল্লেখযোগ্য মেগা প্রকল্প . . . 284
25.9 সারসংক্ষেপ ও পরবর্তী অধ্যায়ের সংযোগ . . . 285
25.10 অনুশীলনী . . . 285

8 সমাজ ও সংস্কৃতি 288

26 জনসংখ্যা ও জনমিতি (Population & Demographics) 289
26.1 জনশুমারি/আদমশুমারির ইতিহাস . . . 289
26.1.1 ষষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনা 2022: প্রথম ডিজিটাল শুমারি . . . 290
26.2 জনসংখ্যার ঘনত্ব ও বিশ্বে অবস্থান . . . 291
26.3 জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার . . . 291
26.4 সাক্ষরতার হার . . . 292

সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি

26.5 লিঙ্গ অনুপাত . . . 292
26.6 খানা-ভিত্তিক তথ্য: গ্রাম ও পরিবারের আকার . . . 293
26.7 নগরায়ণের প্রবণতা . . . 293
26.8 সারসংক্ষেপ ও পরবর্তী অধ্যায়ের সংযোগ . . . 293
26.9 অনুশীলনী . . . 294

27 জাতীয় প্রতীক ও দিবস (National Symbols & Days) 297
27.1 জাতীয় পতাকা (National Flag) . . . 297
27.1.1 নকশা ও রঙের প্রতীকী অর্থ . . . 298
27.1.2 ডিজাইনার ও ঐতিহাসিক পটভূমি . . . 298
27.1.3 আকার-অনুপাত ও উত্তোলনবিধি . . . 299
27.2 জাতীয় সংগীত (National Anthem) . . . 299
27.2.1 রচনা, সুর ও গ্রহণ . . . 299
27.2.2 কিছু চমকপ্রদ তথ্য . . . 300
27.3 জাতীয় প্রতীক / রাষ্ট্রীয় মনোগ্রাম . . . 300
27.4 জাতীয় ফুল, ফল, পশু, পাখি, মাছ ও বৃক্ষ . . . 300
27.4.1 জাতীয় ফুল: শাপলা . . . 301
27.4.2 জাতীয় ফল: কাঁঠাল . . . 301
27.4.3 জাতীয় পশু: রয়েল বেঙ্গল টাইগার . . . 301
27.4.4 জাতীয় পাখি: দোয়েল . . . 301
27.4.5 জাতীয় মাছ: ইলিশ . . . 301
27.4.6 জাতীয় বৃক্ষ: আম . . . 301
27.5 জাতীয় স্মৃতিসৌধ (National Memorial, সাভার) . . . 302
27.6 শহীদ মিনার (Shaheed Minar) . . . 302
27.6.1 কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার: ইতিহাস . . . 303
27.6.2 অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহীদ মিনার-সম্পর্কিত তথ্য . . . 303
27.7 আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও ভাষা আন্দোলন . . . 303
27.8 গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দিবসসমূহ: সম্পূর্ণ তালিকা . . . 304
27.9 দ্রুত মনে রাখার কৌশল ও সাধারণ বিভ্রান্তি . . . 305
27.10 অনুশীলনী . . . 306

28 সংস্কৃতি, ভাষা ও সাহিত্য (Culture, Language & Literature) 310
28.1 বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ . . . 310
28.2 জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম . . . 311
28.3 রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাংলাদেশ . . . 311
28.4 বাংলা একাডেমি . . . 312
28.5 লোকসংস্কৃতি . . . 313
28.5.1 বাউল গান ও লালনগীতি . . . 313
28.5.2 নকশিকাঁথা . . . 313
28.5.3 পহেলা বৈশাখ ও মঙ্গল শোভাযাত্রা . . . 313
28.5.4 অন্যান্য আঞ্চলিক লোকসংগীত . . . 314
28.6 আদিবাসী/উপজাতি সংস্কৃতি . . . 314
28.7 উল্লেখযোগ্য বাংলাদেশি সাহিত্যিক . . . 314
28.8 সাধারণ বিভ্রান্তি ও দ্রুত রিভিশন . . . 315
28.9 অনুশীলনী . . . 316

29 শিক্ষা ব্যবস্থা (Education System) 320
29.1 বাংলাদেশের শিক্ষা কাঠামো: স্তরভিত্তিক বিন্যাস . . . 320
29.1.1 প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা . . . 320
29.1.2 মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা . . . 321
29.1.3 উচ্চশিক্ষা . . . 321
29.2 শিক্ষা বোর্ডসমূহ . . . 321
29.3 জাতীয় শিক্ষানীতি . . . 322
29.3.1 কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন . . . 322
29.3.2 জাতীয় শিক্ষানীতি 2010 . . . 323
29.4 বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা: ইতিহাস ও অগ্রগতি . . . 323
29.4.1 ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: উপমহাদেশের প্রথম সারির প্রতিষ্ঠান . . . 323

চাকরি বাংলা
সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি

29.4.2 অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় . . . 324
29.5 বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (UGC) . . . 324
29.6 সাক্ষরতার হার: প্রবণতা ও পরিসংখ্যান . . . 325
29.7 অনুশীলনী . . . 325

30 স্বাস্থ্য ও জনকল্যাণ (Health & Public Welfare) 328
30.1 জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ও স্বাস্থ্য খাতের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো . . . 328
30.2 কমিউনিটি ক্লিনিক উদ্যোগ . . . 329
30.3 পোলিও নির্মূল কর্মসূচি . . . 329
30.4 মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু হার হ্রাসে অগ্রগতি . . . 330
30.5 সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি . . . 330
30.5.1 বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি . . . 330
30.5.2 বিধবা, স্বামী-নিগৃহীতা ও দুস্থ মহিলা ভাতা কর্মসূচি . . . 331
30.6 NIPORT-এর ভূমিকা . . . 331
30.7 চিকিৎসক-জনসংখ্যা অনুপাত ও স্বাস্থ্য জনবল . . . 332
30.8 অনুশীলনী . . . 332

9 আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও প্রতিরক্ষা 334

31 পররাষ্ট্রনীতি ও কূটনৈতিক সম্পর্ক (Foreign Policy & Diplomatic Relations) 335
31.1 পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতি ও সাংবিধানিক ভিত্তি . . . 335
31.2 মুক্তিযুদ্ধকালীন কূটনীতি: আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ের সংগ্রাম . . . 336
31.3 প্রতিবেশী ভারতের সাথে সম্পর্ক . . . 337
31.3.1 মৈত্রী চুক্তি ও প্রাথমিক ভিত্তি . . . 337
31.3.2 গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি (1996) . . . 337
31.3.3 তিস্তা পানি বণ্টন সমস্যা . . . 337
31.3.4 সীমান্ত চুক্তি ও ছিটমহল বিনিময় (2015) . . . 338
31.4 মিয়ানমারের সাথে সম্পর্ক ও রোহিঙ্গা সংকট . . . 338
31.5 বৃহৎ শক্তিগুলোর সাথে সম্পর্ক: চীন, যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া . . . 339
31.5.1 চীন . . . 339
31.5.2 যুক্তরাষ্ট্র . . . 339
31.5.3 রাশিয়া (সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন) . . . 339
31.6 বিভিন্ন দেশের বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের ক্রম . . . 339
31.7 দ্রুত তথ্য ঝালিয়ে নিন . . . 340
31.8 অনুশীলনী . . . 341

32 আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশ (Bangladesh in International Organizations) 344
32.1 জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভ . . . 344
32.1.1 মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘ-কূটনীতি . . . 345
32.1.2 জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে অস্থায়ী সদস্যপদ . . . 345
32.1.3 জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব . . . 345
32.2 জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের অবদান . . . 345
32.3 দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (সার্ক) . . . 346
32.4 ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি) . . . 347
32.5 কমনওয়েলথ . . . 347
32.6 বিমসটেক ও ডি-8 . . . 347
32.6.1 বিমসটেক (BIMSTEC) . . . 348
32.6.2 ডি-8 (D-8) . . . 348
32.7 জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (NAM) . . . 348
32.8 সারসংক্ষেপ: সংস্থাভিত্তিক দ্রুত তথ্য একনজরে . . . 349
32.9 অনুশীলনী . . . 349

33 প্রতিরক্ষা বাহিনী (Defense Forces) 353
33.1 বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কাঠামো: একটি সামগ্রিক চিত্র . . . 353
33.2 বাংলাদেশ সেনাবাহিনী (Bangladesh Army) . . . 354
33.2.1 প্রতিষ্ঠা ও ঐতিহাসিক পটভূমি . . . 354
33.2.2 নেতৃত্ব, সদর দপ্তর ও কাঠামো . . . 354
33.3 বাংলাদেশ নৌবাহিনী (Bangladesh Navy) . . . 355

সরকারি বাংলা
সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি

33.4 বাংলাদেশ বিমান বাহিনী (Bangladesh Air Force) . . . 355
33.5 বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) . . . 355
33.5.1 ইপিআর থেকে বিজিবি: একটি দীর্ঘ ঐতিহাসিক যাত্রা . . . 355
33.6 বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড . . . 356
33.7 জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের ভূমিকা . . . 356
33.8 সামরিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান . . . 357
33.9 অনুশীলনী . . . 357

34 খেলাধুলা ও গণমাধ্যম (Sports & Media) 360
34.1 বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের ইতিহাস . . . 360
34.2 জাতীয় খেলা কাবাডি ও অন্যান্য জনপ্রিয় খেলা . . . 361
34.3 সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ . . . 362
34.4 বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন . . . 362
34.5 প্রধান গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান . . . 363
34.5.1 বাংলাদেশ বেতার . . . 363
34.5.2 বাংলাদেশ টেলিভিশন (BTV) . . . 363
34.5.3 বাসস (BSS) . . . 363
34.5.4 গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রক সংস্থা . . . 364
34.6 অনুশীলনী . . . 364

10 বিবিধ ও চূড়ান্ত প্রস্তুতি 367

35 পর্যটন ও ঐতিহ্যবাহী স্থান (Tourism & Heritage Sites) 368
35.1 বাংলাদেশের ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যসমূহ . . . 368
35.1.1 সুন্দরবন . . . 369
35.1.2 পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার (সোমপুর মহাবিহার) . . . 369
35.1.3 বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ . . . 370
35.1.4 তিনটি ইউনেস্কো ঐতিহ্যস্থলের সারসংক্ষেপ . . . 371
35.2 প্রধান পর্যটন কেন্দ্র . . . 371
35.2.1 কক্সবাজার — বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত . . . 371
35.2.2 সেন্ট মার্টিন দ্বীপ . . . 372
35.2.3 সিলেটের চা বাগান . . . 372
35.2.4 রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি — পার্বত্য চট্টগ্রাম . . . 372
35.2.5 অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পর্যটন স্থান . . . 373
35.3 ঐতিহাসিক স্থাপনা . . . 373
35.3.1 লালবাগ কেল্লা . . . 373
35.3.2 আহসান মঞ্জিল . . . 374
35.3.3 ষাট গম্বুজ মসজিদ — পুনরালোচনা . . . 374
35.4 জাতীয় জাদুঘর ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর . . . 374
35.4.1 বাংলাদেশের প্রথম জাদুঘর: বরেন্দ্র জাদুঘর . . . 374
35.4.2 বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর . . . 374
35.4.3 মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর . . . 375
35.5 অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ . . . 375
35.6 অনুশীলনী . . . 375

36 বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব (Notable Personalities) 379
36.1 ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও ক্ষুদ্রঋণ বিপ্লব . . . 379
36.1.1 পরিচিতি ও শুরুর গল্প . . . 379
36.1.2 গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা . . . 380
36.1.3 নোবেল শান্তি পুরস্কার . . . 380
36.1.4 সামাজিক ব্যবসা ও গ্রন্থ . . . 381
36.2 বিজ্ঞানী ও গবেষক . . . 381
36.2.1 ড. ফজলুর রহমান খান . . . 381
36.2.2 ড. জামাল নজরুল ইসলাম . . . 381
36.2.3 ড. মকসুদুল আলম . . . 382
36.2.4 ড. ফিরদৌসী কাদরী . . . 382
36.2.5 ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল . . . 382
36.2.6 ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ . . . 382
36.3 একুশে পদক ও স্বাধীনতা পুরস্কার . . . 383

চাকরি বাংলা
সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি

36.3.1 একুশে পদক . . . 383
36.3.2 স্বাধীনতা পুরস্কার . . . 383
36.3.3 বাংলা একাডেমি পুরস্কার — একটি তুলনামূলক প্রসঙ্গ . . . 383
36.4 জাতীয় অধ্যাপক . . . 384
36.5 খেলাধুলা ও সংস্কৃতি জগতের বিশিষ্টজন . . . 384
36.5.1 ক্রীড়া জগৎ . . . 384
36.5.2 সংস্কৃতি জগৎ . . . 384
36.6 অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ . . . 385
36.7 অনুশীলনী . . . 385

37 বিবিধ (Others / Misc) 388
37.1 এই অধ্যায়ের পরিধি ও ব্যবহারবিধি . . . 388
37.2 মুক্তিযুদ্ধ ও তার পটভূমি সম্পর্কিত বিবিধ তথ্য . . . 389
37.3 স্মৃতিস্তম্ভ, সম্মাননা ও সাংস্কৃতিক আয়োজন . . . 391
37.4 সংবিধান ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত বিবিধ তথ্য . . . 392
37.5 স্থাপনা, অবকাঠামো ও ভৌগোলিক বিবিধ তথ্য . . . 393
37.6 অধ্যায় সারসংক্ষেপ . . . 394

38 ট্রিক শিট: দ্রুত পুনরালোচনা (Quick Revision Trick Sheet) 395

11 পরিশিষ্ট: সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 399

39 প্রাচীন বাংলা ও জনপদসমূহ --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 400

40 সুলতানি ও মুঘল আমল --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 402

41 ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ও বঙ্গভঙ্গ --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 405

42 পাকিস্তান আমল ও ভাষা আন্দোলন --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 408

43 স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন ও ছয় দফা --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 411

44 ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও 1970 নির্বাচন --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 414

45 মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি ও সূচনা --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 415

46 মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ ও সেক্টর --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 418

47 মুক্তিযুদ্ধের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও বীরশ্রেষ্ঠ --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 421

48 মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ (1972-75) --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 426

49 সামরিক শাসন আমল (1975-90) --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 428

50 গণতান্ত্রিক পুনরুদ্ধার ও সাম্প্রতিক রাজনীতি --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 429

51 ভৌগোলিক অবস্থান, সীমানা ও ভূপ্রকৃতি --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 430

52 নদনদী ও জলবায়ু --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 434

53 প্রাকৃতিক সম্পদ ও খনিজ সম্পদ --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 438

54 উদ্ভিদ, প্রাণীজগৎ ও সুন্দরবন --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 440

55 সংবিধান: মূলনীতি ও সংশোধনী --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 443

56 রাষ্ট্রীয় কাঠামো: রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভা --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 449

57 আইনসভা ও বিচার বিভাগ --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 451

চাকরি বাংলা
সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি

58 স্থানীয় সরকার ও নির্বাচন ব্যবস্থা --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 458

59 প্রশাসনিক বিভাগ ও জেলা পরিচিতি --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 462

60 কৃষি অর্থনীতি --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 467

61 শিল্প, বাণিজ্য ও রপ্তানি-আমদানি --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 469

62 ব্যাংকিং, মুদ্রা ও বাজেট --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 471

63 উন্নয়ন পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক সূচক --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 476

64 জনসংখ্যা ও জনমিতি --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 480

65 জাতীয় প্রতীক ও দিবস --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 482

66 সংস্কৃতি, ভাষা ও সাহিত্য --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 490

67 শিক্ষা ব্যবস্থা --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 496

68 স্বাস্থ্য ও জনকল্যাণ --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 497

69 পররাষ্ট্রনীতি ও কূটনৈতিক সম্পর্ক --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 498

70 আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশ --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 500

71 প্রতিরক্ষা বাহিনী --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 502

72 খেলাধুলা ও গণমাধ্যম --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 505

73 পর্যটন ও ঐতিহ্যবাহী স্থান --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 508

74 বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 513

75 বিবিধ --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 515

চাকরি বাংলা
সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি

পর্ব 1

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ইতিহাস

চাকরি বাংলা
সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি

বই পরিচিতি ও প্রস্তুতির কৌশল (How to Use This Book)

বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি সরকারি ও বেসরকারি নিয়োগ পরীক্ষায়, বিশেষত বিসিএস প্রিলিমিনারিতে, বাংলাদেশ বিষয়াবলি সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোর একটি — অথচ অনেক প্রার্থী এই বিশাল পরিধির বিষয়কে ইতিহাস, ভূগোল, সংবিধান, অর্থনীতি ও সমসাময়িক তথ্যের এক অসংলগ্ন স্তূপ মনে করে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। এই বইটি ঠিক এই বিভ্রান্তি দূর করার জন্যই তৈরি — এখানে প্রতিটি টপিককে কালানুক্রমিক ও বিষয়ভিত্তিক একটি সুসংগঠিত কাঠামোর মধ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। মোট 37টি টপিকভিত্তিক অধ্যায়ে প্রাচীন বাংলা থেকে শুরু করে মধ্যযুগ, ব্রিটিশ শাসন, ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা পরবর্তী রাজনৈতিক ইতিহাস, ভূগোল-পরিবেশ, সংবিধান-রাষ্ট্রকাঠামো, অর্থনীতি, সমাজ-সংস্কৃতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক-প্রতিরক্ষা পর্যন্ত প্রায় সবগুলো নিয়োগ পরীক্ষার বাংলাদেশ বিষয়াবলি সিলেবাস কভার করা হয়েছে। এই ভূমিকা অধ্যায়টি অন্য অধ্যায়গুলোর মতো নতুন কোনো তথ্য শেখাবে না — বরং বইয়ের গঠন, পড়ার সঠিক পদ্ধতি এবং পরীক্ষার হলে কীভাবে প্রস্তুতি কাজে লাগাতে হয় তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বই পরিচিতি থেকে পরীক্ষার হল পর্যন্ত

এই বইটি কীভাবে সংগঠিত করা হয়েছে

এই বইটি মোট 10টি পর্বে (part) বিভক্ত, এবং প্রতিটি পর্বের ভেতরে একাধিক টপিকভিত্তিক অধ্যায় রয়েছে। পর্বগুলো মূলত কালানুক্রমিক ও বিষয়ভিত্তিক দুইভাবে সাজানো হয়েছে — প্রথমে ইতিহাস (প্রাচীন যুগ থেকে মুক্তিযুদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা পরবর্তী রাজনীতি পর্যন্ত) কালানুক্রমে উপস্থাপন করা হয়েছে, তারপর ভূগোল, রাষ্ট্র-সংবিধান, অর্থনীতি, সমাজ-সংস্কৃতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ভিত্তিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

পর্ব	মূল বিষয়বস্তু	অধ্যায়
প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ইতিহাস	প্রাচীন বাংলা ও জনপদ, সুলতানি-মুঘল আমল, ব্রিটিশ শাসন ও বঙ্গভঙ্গ।	3
পাকিস্তান আমল ও স্বাধিকার আন্দোলন	ভাষা আন্দোলন, ছয় দফা, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান।	3
মহান মুক্তিযুদ্ধ 1971	মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি, ঘটনাপ্রবাহ-সেক্টর, বীরশ্রেষ্ঠ।	3
স্বাধীনতা পরবর্তী রাজনৈতিক ইতিহাস	মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ, সামরিক শাসন, গণতান্ত্রিক পুনরুদ্ধার।	3
ভূগোল ও পরিবেশ	অবস্থান-সীমানা, নদনদী-জলবায়ু, প্রাকৃতিক সম্পদ, সুন্দরবন।	4
রাষ্ট্র ও সংবিধান	সংবিধান, রাষ্ট্রকাঠামো, আইনসভা-বিচার বিভাগ, স্থানীয় সরকার।	4
প্রশাসন ও অর্থনীতি	প্রশাসনিক বিভাগ, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য, ব্যাংকিং-বাজেট, উন্নয়ন পরিকল্পনা।	5
সমাজ ও সংস্কৃতি	জনসংখ্যা, জাতীয় প্রতীক-দিবস, সংস্কৃতি-সাহিত্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য।	5
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও প্রতিরক্ষা	পররাষ্ট্রনীতি, আন্তর্জাতিক সংস্থা, প্রতিরক্ষা বাহিনী, খেলাধুলা।	4
বিবিধ ও চূড়ান্ত প্রস্তুতি	পর্যটন-ঐতিহ্য, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, বিবিধ, ট্রিক শিট।	4

পর্ব	মূল বিষয়বস্তু	অধ্যায়
পরিশিষ্ট: সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক	প্রতিটি টপিক অনুযায়ী সাজানো, প্রকৃত নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন ও সমাধানের বিশাল সংকলন।	37 উপ-অংশ

লক্ষ করুন, সবশেষ দুটি পর্ব সাধারণ টপিক-অধ্যায়ের মতো নয়। অধ্যায় 38 (ট্রিক শিট) হলো পুরো বইয়ের সবগুলো গুরুত্বপূর্ণ তারিখ, তথ্য ও সংক্ষিপ্ত রূপের একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন, যা পরীক্ষার ঠিক আগে দ্রুত ঝালিয়ে নেওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে। আর একেবারে শেষ পর্বে থাকা পরিশিষ্টে প্রতিটি টপিকের প্রকৃত নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন টপিক অনুযায়ী আলাদা আলাদা করে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মনে রাখুন

প্রতিটি টপিক-অধ্যায়ের নিজস্ব "অনুশীলনী" অংশও আছে (প্রকৃত পরীক্ষার প্রশ্নসহ), কিন্তু এই ভূমিকা অধ্যায়ে কোনো অনুশীলনী নেই।

কেন অনেকে বাংলাদেশ বিষয়াবলিতে পিছিয়ে পড়েন

বাংলাদেশ বিষয়াবলি অংশে ভালো নম্বর তোলা কঠিন কিছু নয় — এই তথ্যগুলো আমাদের নিজেদের দেশ সম্পর্কেই, তাই যথেষ্ট অনুশীলন করলে সহজেই আয়ত্ত করা সম্ভব। তবু বাস্তবে দেখা যায়, অনেক প্রার্থীই এই অংশে কাঙ্ক্ষিত নম্বর তুলতে পারেন না, তার পেছনে সাধারণত তিনটি কারণ কাজ করে।

তারিখ ও সংখ্যার বিভ্রান্তি

মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা আন্দোলন, সংবিধান সংশোধনীর মতো টপিকে অসংখ্য তারিখ ও সংখ্যা মনে রাখতে হয়, যা বিচ্ছিন্নভাবে মুখস্থ করলে সহজেই গুলিয়ে যায়। এই বইয়ে তাই প্রতিটি ঘটনাকে একটি বৃহত্তর কালানুক্রমিক প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে একটি ঘটনা মনে থাকলে সংশ্লিষ্ট অন্য তথ্যও সহজে মনে পড়ে।

বিষয়ের বিশালতা

ইতিহাস, ভূগোল, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি — এতগুলো ভিন্ন শাখা একসাথে থাকায় অনেকে শুরুতেই হতাশ হয়ে পড়েন। এই বইয়ের প্রতিটি অধ্যায় তাই সুনির্দিষ্ট একটি উপ-বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, যাতে একবারে সবকিছু নিয়ে চিন্তা না করে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়া যায়।

হালনাগাদ তথ্যের অভাব

বাংলাদেশ বিষয়াবলির অনেক তথ্য (বাজেট, রপ্তানি আয়, জনসংখ্যা) নিয়মিত পরিবর্তিত হয়, তাই পুরনো উৎস থেকে পড়া তথ্য কখনো কখনো অপ্রচলিত হয়ে যায়। এই বইয়ে সাধারণ কাঠামোগত তথ্যের (সংবিধানের ধারা, ইতিহাসের তারিখ ইত্যাদি) উপর মূল জোর দেওয়া হয়েছে, তবে দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিসংখ্যান নিজে থেকেও হালনাগাদ যাচাই করে নেওয়ার পরামর্শ থাকল।

এই বই যেভাবে সাহায্য করবে

উপরের তিনটি সমস্যা মাথায় রেখেই এই বইয়ের প্রতিটি অধ্যায়ে নিচের উপাদানগুলো রাখা হয়েছে:

- **কালানুক্রমিক ব্যাখ্যা** — ঘটনাপ্রবাহ অনুযায়ী সাজানো, যাতে একটি তথ্য মনে রাখলে পরেরটিও সহজে মনে থাকে।
- **আলাদা সূত্র/তথ্য বক্স** — গুরুত্বপূর্ণ তারিখ ও সংখ্যা দ্রুত খুঁজে পাওয়ার জন্য।
- **শর্টকাট কৌশল বক্স** — কাছাকাছি তথ্য আলাদা করার ও মনে রাখার সহজ কৌশল।
- **সাধারণ ভুল বক্স** — পরীক্ষায় বারবার যেসব বিভ্রান্তি হয়, তা আলাদাভাবে চিহ্নিত করা।

- **কোন পরীক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ বক্স** — কোন টপিক কোন ধরনের পরীক্ষায় বেশি আসে, তার নির্দেশনা।

অধ্যয়নের প্রস্তাবিত ক্রম ও পরীক্ষাভেদে গুরুত্ব

ধাপে ধাপে অধ্যয়নের ক্রম

- **ধাপ 1 — ইতিহাস আয়ত্ত করা (অধ্যায় 1 থেকে 12):** প্রাচীন বাংলা থেকে মুক্তিযুদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা পরবর্তী রাজনীতি পর্যন্ত — প্রায় প্রতিটি নিয়োগ পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন এই অংশ থেকেই আসে।
- **ধাপ 2 — ভূগোল ও রাষ্ট্রকাঠামো (অধ্যায় 13 থেকে 20):** ভৌগোলিক তথ্য, সংবিধান ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট তথ্য।
- **ধাপ 3 — অর্থনীতি ও সমাজ-সংস্কৃতি (অধ্যায় 21 থেকে 30):** প্রশাসন, অর্থনীতি থেকে শুরু করে জাতীয় প্রতীক, সংস্কৃতি ও শিক্ষা পর্যন্ত।
- **ধাপ 4 — আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও চূড়ান্ত প্রস্তুতি (অধ্যায় 31 থেকে 37):** পররাষ্ট্রনীতি, প্রতিরক্ষা, পর্যটন ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব শেষ করে, পরীক্ষার আগের কয়েক দিনে ট্রিক শিট (অধ্যায় 38) দিয়ে পুরো বই ঝালিয়ে নিতে হবে।

বিভিন্ন পরীক্ষায় বাংলাদেশ বিষয়াবলির গুরুত্ব

পরীক্ষা	আনুমানিক অংশ	সাধারণত বেশি গুরুত্ব পাওয়া টপিক
বিসিএস প্রিলিমিনারি ("বাংলাদেশ বিষয়াবলি" অংশ)	মোট 200 প্রশ্নের মধ্যে প্রায় 30টি — সবচেয়ে বড় অংশ	মুক্তিযুদ্ধ, সংবিধান, ভূগোল, অর্থনীতি
ব্যাংক জব (বিভিন্ন ব্যাংকের নিয়োগ পরীক্ষা)	সাধারণ জ্ঞান অংশের একটি বড় অংশ	মুক্তিযুদ্ধ, অর্থনীতি, ব্যাংকিং খাত
এনটিআরসিএ (শিক্ষক নিবন্ধন)	সাধারণ জ্ঞান অংশের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ	মুক্তিযুদ্ধ, ভূগোল, জাতীয় দিবস
প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ	সাধারণ জ্ঞান অংশের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ	মুক্তিযুদ্ধ, জাতীয় প্রতীক, ভূগোল
বিজেএস (সহকারী জজ) প্রিলিমিনারি	উল্লেখযোগ্য অংশ	সংবিধান, রাষ্ট্রকাঠামো, ইতিহাস

মনে রাখুন

উপরের সারণিটি একটি সাধারণ ধারণা দেওয়ার জন্য — নিজের প্রার্থিত পরীক্ষার সর্বশেষ বিজ্ঞপ্তি ও সিলেবাস অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে পড়ে নিতে হবে।

বইটি দৈনন্দিন কীভাবে ব্যবহার করবেন

প্রতিটি অধ্যায় পড়ার প্রস্তাবিত ধাপ

- **প্রথমে তত্ত্ব অংশ পড়ুন** — সরাসরি তারিখ মুখস্থ করতে যাবেন না, প্রথমে ঘটনাপ্রবাহ বুঝুন।
- **সূত্র/তথ্য বক্স আলাদাভাবে খেয়াল করুন** — গুরুত্বপূর্ণ তারিখ ও সংখ্যাগুলো আলাদাভাবে মনে রাখুন।
- **একটি টাইমলাইন তৈরি করুন** — নিজের খাতায় প্রতিটি ঐতিহাসিক পর্বের একটি সংক্ষিপ্ত টাইমলাইন লিখে রাখুন।
- **অনুশীলনীর প্রশ্নগুলো সমাধান করুন** — প্রতিটি অধ্যায়ের প্রকৃত পরীক্ষার প্রশ্নগুলো সময় নিয়ে সমাধান করুন।
- **ভুল হওয়া প্রশ্নগুলো আলাদা করে রাখুন।**
- **পরীক্ষার আগের কয়েক দিনে ট্রিক শিট (অধ্যায় 38) আবার পড়ুন।**

এই ভূমিকা অধ্যায়ে যা যা আলোচনা করা হলো, তা মাথায় রেখে এখন থেকে পরের অধ্যায় "প্রাচীন বাংলা ও জনপদসমূহ" থেকে যাত্রা শুরু করা যাক।

চাকরি বাংলা
সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি

অধ্যায় 1

প্রাচীন বাংলা ও জনপদসমূহ (Ancient Bengal & Janapadas)

আজকের যে বাংলাদেশ আমরা মানচিত্রে একক ও সুনির্দিষ্ট একটি রাষ্ট্র হিসেবে দেখি, তার ইতিহাস কিন্তু শুরু থেকেই এমন অখণ্ড ছিল না। হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে আজকের বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের ভূখণ্ড জুড়ে ছোট ছোট, স্বতন্ত্র প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক অঞ্চল গড়ে উঠেছিল, যেগুলোকে ইতিহাসে "জনপদ" বলা হয় — যেমন পুণ্ড্র, বঙ্গ, সমতট, গৌড়, হরিকেল ও বরেন্দ্র। এই অধ্যায়ে আমরা এই জনপদগুলোর পরিচয় ও অবস্থান দিয়ে শুরু করব, এরপর দেখব কীভাবে মৌর্য ও গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রভাব বাংলায় এসে পৌঁছেছিল, কীভাবে রাজা শশাঙ্ক প্রথমবারের মতো বাংলাকে একটি স্বাধীন ও কেন্দ্রীভূত রাজ্যে পরিণত করেছিলেন, এবং তারপর পাল ও সেন বংশের শাসনামলে বাংলা কীভাবে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। বাংলাদেশ বিষয়াবলি অংশে এই টপিক থেকে প্রায় প্রতিটি নিয়োগ পরীক্ষায় নিয়মিত প্রশ্ন আসে — বিশেষত কোন জনপদ কোন অঞ্চলে অবস্থিত ছিল, কোন রাজা কোন বংশের প্রতিষ্ঠাতা, এবং কোন বিহার বা স্থাপনা কার আমলে নির্মিত হয়েছিল — এই ধরনের প্রশ্নে অনেকে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। তাই এই অধ্যায়ে প্রতিটি জনপদ ও রাজবংশকে আলাদা আলাদা করে, তাদের ভৌগোলিক অবস্থান ও কালানুক্রম স্পষ্টভাবে দেখিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে পরীক্ষার হলে কোনো বিভ্রান্তি না থাকে।

জনপদের যুগ থেকে সালতানাত-পূর্ব বাংলা

1.1 প্রাচীন বাংলা: সূচনা কথা

আজকের বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের ভূখণ্ড গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর বিশাল বদ্বীপ অঞ্চলে গঠিত। প্রাচীনকালে যোগাযোগ ব্যবস্থা সীমিত থাকায়, এবং অসংখ্য নদী-খাল দ্বারা এই অঞ্চল খণ্ড-বিখণ্ড থাকায়, পুরো বাংলা কখনো একক কোনো কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে দীর্ঘদিন থাকেনি — বরং একাধিক স্বতন্ত্র রাজনৈতিক-ভৌগোলিক অঞ্চল বা "জনপদ" পাশাপাশি টিকে ছিল, প্রতিটির নিজস্ব শাসক, রাজধানী ও সীমানা। সংস্কৃত শব্দ "জনপদ" এর অর্থ হলো "জনগণের বসতিস্থল" বা "জাতির আবাসভূমি" — অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর বসবাসের ভৌগোলিক এলাকা।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য, বৌদ্ধ গ্রন্থ, চীনা পরিব্রাজকদের বিবরণ ও শিলালিপি থেকে বাংলার ছয়টি প্রধান জনপদের নাম জানা যায় — পুণ্ড্র, বঙ্গ, সমতট, গৌড়, হরিকেল ও বরেন্দ্র। পরের বিভাগে আমরা এই ছয়টি জনপদ একে একে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব।

> **ℹ মনে রাখুন**
>
> "বাংলা" বা "Bengal" নামটি প্রাচীনকালে কোনো একটি একক জনপদের নাম ছিল না — বরং এটি এই সবগুলো জনপদ নিয়ে গঠিত সমগ্র ভৌগোলিক অঞ্চলকে বোঝাতে পরবর্তীকালে ব্যবহৃত একটি সাধারণ নাম, যা মধ্যযুগে সুলতানি আমলে এসে আনুষ্ঠানিক রূপ লাভ করে (পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)। তাই "প্রাচীন বাংলা" বলতে বোঝায় এই একাধিক জনপদ নিয়ে গঠিত সামগ্রিক অঞ্চলকে, একক কোনো রাজনৈতিক প্রশাসনকে নয়।

চাকরি বাংলা
সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি

1.2 প্রাচীন বাংলার জনপদসমূহ

নিচে বাংলার ছয়টি প্রধান জনপদের পরিচয়, অবস্থান ও উল্লেখযোগ্য তথ্য আলাদা আলাদা করে আলোচনা করা হলো।

1.2.1 পুণ্ড্র (পুণ্ড্রবর্ধন)

পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্ধন হলো বাংলার সবচেয়ে প্রাচীন ও সুপ্রতিষ্ঠিত জনপদ, যার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ-সপ্তম শতক পর্যন্ত, এমনকি প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেও এর উল্লেখ রয়েছে। এই জনপদের কেন্দ্র ছিল "পুণ্ড্রনগর", যার বর্তমান নাম মহাস্থানগড় (বগুড়া জেলা) — যা বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিকভাবে প্রাচীনতম প্রমাণিত নগরকেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃত। পুণ্ড্র জনপদের বিস্তৃতি ছিল মূলত উত্তরবঙ্গের বগুড়া, রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চল জুড়ে।

1.2.2 বঙ্গ

"বঙ্গ" জনপদ বাংলার দক্ষিণ-মধ্য অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল, যা বর্তমান বাংলাদেশের বৃহত্তর ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল ও পটুয়াখালী অঞ্চল নিয়ে গঠিত। অনেক ইতিহাসবিদের মতে, পরবর্তীকালে সমগ্র অঞ্চলের নাম "বাংলা" (Bengal) এই "বঙ্গ" জনপদের নাম থেকেই উদ্ভূত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়, যদিও এ বিষয়ে ভাষাতাত্ত্বিকদের মধ্যে ভিন্নমতও রয়েছে।

1. বাংলাদেশের বৃহত্তর ঢাকা জেলা প্রাচীনকালে কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল?

(ক) সমতট (খ) পুণ্ড্র (গ) বঙ্গ (ঘ) হরিকেল

উত্তর: (গ) বঙ্গ

ব্যাখ্যা: প্রাচীনকালে 'বঙ্গ' জনপদটি বর্তমান বাংলাদেশের বৃহত্তর ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল ও পটুয়াখালী অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল।

[44তম বিসিএস]

1.2.3 সমতট

চাকরি বাংলা সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি

"সমতট" শব্দের আক্ষরিক অর্থ "সমতল উপকূলীয় ভূমি"। এই জনপদটি বাংলার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বিস্তৃত ছিল, যা বর্তমান কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল, এবং এর কেন্দ্র ছিল কুমিল্লার বড়কামতা এলাকায়। মেঘনা নদীর পূর্ব পাড়ের এই নিম্নভূমি জনপদ গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময়েও একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে পরিচিত ছিল, যার উল্লেখ সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতেও পাওয়া যায়।

2. প্রাচীন বাংলায় সমতট বর্তমান কোন অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল?

(ক) ঢাকা ও কুমিল্লা (খ) ময়মনসিংহ ও নেত্রকোণা (গ) কুমিল্লা ও নোয়াখালী (ঘ) ময়মনসিংহ ও জামালপুর

উত্তর: (গ) কুমিল্লা ও নোয়াখালী

ব্যাখ্যা: প্রাচীনকালে সমতট জনপদটি বর্তমান কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল। এর কেন্দ্র ছিল কুমিল্লার বড়কামতা।

[43তম বিসিএস]

1.2.4 গৌড়

"গৌড়" জনপদ বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত ছিল, মোটামুটিভাবে বর্তমান রাজশাহী ও পশ্চিমবঙ্গের মালদহ অঞ্চল জুড়ে। এই জনপদটি ইতিহাসে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ পরের বিভাগে আলোচিত রাজা শশাঙ্ক তাঁর রাজধানী কর্ণসুবর্ণ (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায়) এই গৌড় অঞ্চলেই স্থাপন করেছিলেন, এবং শশাঙ্ককে অনেক সময় "গৌড়াধিপতি" বা "গৌড়েশ্বর" নামেও অভিহিত করা হয়। পরবর্তীকালে "গৌড়" নামটি ক্রমে সমগ্র বাংলার একটি কাব্যিক প্রতিশব্দ হিসেবেও ব্যবহৃত হতে থাকে, এবং সুলতানি আমলে "গৌড়" শহরটি বাংলার একটি রাজধানীতেও পরিণত হয়েছিল (পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত)।

1.2.5 হরিকেল

"হরিকেল" জনপদ বাংলার পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে অবস্থিত ছিল, যা মূলত বর্তমান সিলেট ও চট্টগ্রাম অঞ্চল নিয়ে গঠিত। সপ্তম শতক থেকে একাদশ শতক পর্যন্ত হরিকেল জনপদের অস্তিত্বের কথা বিভিন্ন শিলালিপি ও সাহিত্যিক সূত্রে পাওয়া যায়, এবং এই জনপদ সমুদ্র উপকূলবর্তী হওয়ায় প্রাচীনকালে আন্তর্জাতিক সমুদ্রবাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত।

3. প্রাচীন বাংলার হরিকেল জনপদ অঞ্চলভুক্ত এলাকা—

(ক) রাজশাহী (খ) দিনাজপুর (গ) খুলনা (ঘ) চট্টগ্রাম

উত্তর: (ঘ) চট্টগ্রাম

ব্যাখ্যা: প্রাচীনকালে বাংলার পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সিলেট ও চট্টগ্রাম অঞ্চল নিয়ে হরিকেল জনপদ গঠিত হয়েছিল। 7ম শতক থেকে 11শ শতক পর্যন্ত হরিকেলের কথা জানা যায়।

[3৪তম বিসিএস]

1.2.6 বরেন্দ্র (বরেন্দ্রভূমি)

"বরেন্দ্র" বা "বরেন্দ্রভূমি" জনপদটি মূলত পুণ্ড্র জনপদেরই উত্তরাংশ হিসেবে বিবেচিত হয়, যা বর্তমান রাজশাহী, দিনাজপুর ও বগুড়া অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত ছিল। বরেন্দ্রভূমি ইতিহাসে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই অঞ্চলকেই পরবর্তীকালে পাল বংশের আদি বাসভূমি বলে মনে করা হয় — অর্থাৎ, বাংলার সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী রাজবংশগুলোর একটির শিকড় প্রোথিত ছিল এই বরেন্দ্র জনপদেই।

নিচের চিত্রে এই ছয়টি জনপদের আনুমানিক আপেক্ষিক অবস্থান একটি সরলীকৃত ধারণাগত চিত্রে দেখানো হলো।

চিত্র 1: প্রাচীন বাংলার ছয়টি প্রধান জনপদের আনুমানিক আপেক্ষিক অবস্থান — এটি প্রকৃত ভৌগোলিক মানচিত্র নয়, বরং একটি সরলীকৃত ধারণাগত চিত্র, যা শুধু জনপদগুলোর একে অপরের সাপেক্ষে মোটামুটি অবস্থান বোঝাতে সাহায্য করে।

নিচের সারণিতে ছয়টি জনপদের তথ্য একত্রে সংক্ষেপে দেখানো হলো, যা দ্রুত পুনরালোচনার জন্য সহায়ক হবে।

জনপদ	বর্তমান অঞ্চল (আনুমানিক)	উল্লেখযোগ্য তথ্য
পুণ্ড্র (পুণ্ড্রবর্ধন)	বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর	প্রাচীনতম জনপদ; কেন্দ্র পুণ্ড্রনগর (বর্তমান মহাস্থানগড়)
বঙ্গ	ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী	"বাংলা"/"Bengal" নামের সম্ভাব্য উৎস বলে অনেকে মনে করেন
সমতট	কুমিল্লা, নোয়াখালী	কেন্দ্র বড়কামতা; সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে উল্লেখ আছে
গৌড়	রাজশাহী, মালদহ (পশ্চিমবঙ্গ)	শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ এই অঞ্চলে; পরবর্তীতে সমগ্র বাংলার প্রতিশব্দ
হরিকেল	সিলেট, চট্টগ্রাম	7ম-11শ শতক পর্যন্ত সক্রিয়; সমুদ্রবাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ
বরেন্দ্র (বরেন্দ্রভূমি)	রাজশাহী, দিনাজপুর, বগুড়া	পুণ্ড্রর উত্তরাংশ; পাল বংশের আদি বাসভূমি

শর্টকাট কৌশল: জনপদের নাম মনে রাখা

ছয়টি জনপদের নামের প্রথম অক্ষর নিয়ে একটি সহজ স্মৃতিসহায়ক বাক্য তৈরি করা যায় — "**পু** ণ্ড্র **ব**ঙ্গে **স**মতটের **গৌ**রব **হ**য় **ব**রেন্দ্রে" (পু-ব-স-গৌ-হ-ব)। বাক্যটির অর্থগত গুরুত্ব নেই, শুধু প্রথম অক্ষরগুলো মনে রাখার জন্যই তৈরি — এভাবে ছয়টি নাম একসাথে মনে রাখা সহজ হয়ে যায়, বিশেষত যখন প্রশ্নে "নিচের কোনটি জনপদ নয়" ধরনের বিকল্প জিজ্ঞাসা করা হয়।

সাধারণ ভুল

পরীক্ষার্থীরা প্রায়ই দুটি ভুল করে থাকেন। প্রথমত, "বঙ্গ" (একটি নির্দিষ্ট জনপদ, শুধু দক্ষিণ-মধ্য বাংলা) এবং "বাংলা"/"Bengal" (সমগ্র অঞ্চলের নাম) — এই দুটিকে সমার্থক মনে করা ভুল, কারণ প্রাচীনকালে "বঙ্গ" ছিল ছয়টি জনপদের মধ্যে মাত্র একটি। দ্বিতীয়ত, "গৌড়" ও "বরেন্দ্র" — দুটি প্রতিবেশী জনপদ হওয়ায় প্রায়ই গুলিয়ে ফেলা হয়; মনে রাখবেন গৌড় পশ্চিমে (রাজশাহী-মালদহ) এবং বরেন্দ্র মূলত পুণ্ড্রর উত্তরাংশ, দুটি ভিন্ন ভৌগোলিক পরিচয়ের জনপদ।

কোন পরীক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ

জনপদ-সংক্রান্ত প্রশ্ন প্রায় প্রতিটি বিসিএস প্রিলিমিনারি, ব্যাংক নিয়োগ ও শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় নিয়মিত আসে, সাধারণত নিচের প্যাটার্নে:

- **অবস্থান মেলানো প্রশ্ন** — "অমুক জনপদ বর্তমান কোন অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল" ধরনের সরাসরি প্রশ্ন সবচেয়ে বেশি আসে।
- **জেলাভিত্তিক প্রশ্ন** — "অমুক জেলা প্রাচীনকালে কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল" ধরনের বিপরীতমুখী প্রশ্ন।
- **প্রাচীনতম/বৃহত্তম শনাক্তকরণ** — কোন জনপদ সবচেয়ে প্রাচীন (পুণ্ড্র), কোন নগরকেন্দ্র প্রাচীনতম (পুণ্ড্রনগর/মহাস্থানগড়) — এই ধরনের প্রশ্নও আসে।

1.3 মৌর্য ও গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রভাব

জনপদভিত্তিক এই বিভক্ত বাংলা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল না — প্রাচীন ভারতের বিশাল সাম্রাজ্যগুলোর প্রভাবও এই অঞ্চলে এসে পৌঁছেছিল।

সবচেয়ে প্রাচীন প্রমাণিত প্রভাব হলো মৌর্য সাম্রাজ্যের। আনুমানিক 322 খ্রিস্টপূর্বাব্দে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য উত্তর ভারতে মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, এবং প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ অনুযায়ী এই সাম্রাজ্যের প্রভাব বাংলার পুণ্ড্রনগর (মহাস্থানগড়) পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত বিখ্যাত "মহাস্থান ব্রাহ্মী লিপি" (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক, সম্রাট অশোকের আমলের বলে মনে করা হয়) বাংলাদেশে পাওয়া প্রাচীনতম লিখিত প্রত্নলিপিগুলোর একটি হিসেবে ঐতিহাসিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

4. প্রাচীন বাংলায় মৌর্য শাসনের প্রতিষ্ঠাতা কে?

(ক) অশোক মৌর্য (খ) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (গ) সমুদ্রগুপ্ত (ঘ) এর কোনোটিই নয়

উত্তর: (খ) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য

ব্যাখ্যা: প্রাচীন বাংলায় মৌর্য শাসনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। অশোক মৌর্য ছিলেন তার পৌত্র।

[40তম বিসিএস]

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের প্রায় পাঁচশ বছর পর, আনুমানিক 320 থেকে 550 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে উত্তর ভারতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটে, যাকে ভারতীয় ইতিহাসে প্রায়ই "স্বর্ণযুগ" বলা হয়। সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের বিখ্যাত এলাহাবাদ প্রশস্তিতে (একটি প্রস্তরস্তম্ভ শিলালিপি) বাংলার সমতট জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়, যা প্রমাণ করে গুপ্ত সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব বাংলার গভীরে বিস্তৃত হয়েছিল। সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের (যিনি "বিক্রমাদিত্য" উপাধিতেও পরিচিত) রাজত্বকালে চীনা বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ভারত ভ্রমণ করেন এবং সমকালীন সমাজ, ধর্ম ও শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে মূল্যবান বিবরণ রেখে যান।

কোন পরীক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ

মৌর্য ও গুপ্ত সাম্রাজ্য নিয়ে প্রশ্নে সাধারণত প্রতিষ্ঠাতা কে (চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য বনাম চন্দ্রগুপ্ত/সমুদ্রগুপ্ত গুপ্ত সাম্রাজ্যের), এবং কোন শিলালিপি বা প্রশস্তিতে বাংলার কোন জনপদের উল্লেখ আছে — এই ধরনের প্রশ্ন আসে। নাম দুটির মিল (চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত গুপ্ত) খেয়াল রেখে দুই সাম্রাজ্যকে আলাদা রাখা জরুরি।

1.4 শশাঙ্ক: প্রথম স্বাধীন বাংলার রাজা

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর বাংলায় ক্ষমতার শূন্যতা দেখা দেয়, এবং এই শূন্যতার মধ্যেই সপ্তম শতকের গোড়ার দিকে আবির্ভূত হন বাংলার ইতিহাসে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব — রাজা শশাঙ্ক। শশাঙ্ককে বাংলার ইতিহাসে "প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজা" হিসেবে গণ্য করা হয়, কারণ তিনিই সর্বপ্রথম গৌড়কে কেন্দ্র করে বাংলার একটি বিস্তৃত অংশকে একত্রিত করে একটি শক্তিশালী, স্বাধীন ও কেন্দ্রীভূত রাজ্যে পরিণত করেন — যা তার পূর্ববর্তী বিক্ষিপ্ত জনপদ-কাঠামো থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি রাজনৈতিক অর্জন।

মূল তথ্য: রাজা শশাঙ্ক

রাজত্বকাল আনুমানিক 590-এর দশক থেকে 625 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত; রাজধানী কর্ণসুবর্ণ (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলা); উপাধি "গৌড়েশ্বর"/"গৌড়াধিপতি"।

শশাঙ্ক উত্তর ভারতের তৎকালীন প্রভাবশালী শাসক হর্ষবর্ধনের সাথে দীর্ঘ সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছিলেন, এবং কিছু ঐতিহাসিক বিবরণ অনুযায়ী তিনি বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন বলেও উল্লেখ পাওয়া যায় (যেমন বোধগয়ার বোধিবৃক্ষ ধ্বংসের অভিযোগ) — যদিও এই অভিযোগগুলোর ঐতিহাসিক সত্যতা নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর তার প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা টিকে থাকতে পারেনি, এবং বাংলায় আবার রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা নেমে আসে।

আনুমানিক 650 থেকে 750 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় একশ বছর ধরে বাংলায় কোনো কেন্দ্রীয় শাসনক্ষমতা না থাকায় চরম অরাজকতা বিরাজ করে, যাকে ঐতিহাসিকভাবে "মাৎস্যন্যায়" নামে অভিহিত করা হয় — অর্থাৎ, বড় মাছ যেমন ছোট মাছকে গিলে খায়, তেমনই শক্তিশালীরা দুর্বলদের উপর অত্যাচার চালাত, কোনো কেন্দ্রীয় আইন-শৃঙ্খলা ছিল না।

5. "মাৎস্যন্যায়" বাংলার কোন সময়কাল নির্দেশ করে?

(ক) 5ম-6ষ্ঠ শতক (খ) 6ষ্ঠ-7ম শতক (গ) 7ম-8ম শতক (ঘ) 8ম-9ম শতক

উত্তর: (গ) 7ম-8ম শতক

ব্যাখ্যা: রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর থেকে পাল বংশের উত্থানের পূর্ব পর্যন্ত (আনু. 650-750 খ্রিস্টাব্দ) বাংলায় এক অরাজক পরিস্থিতি বিরাজ করে, যা 'মাৎস্যন্যায়' নামে পরিচিত।

[41তম বিসিএস]

মনে রাখুন

শশাঙ্ককে "প্রথম স্বাধীন বাংলার রাজা" বলা হয় তার কেন্দ্রীভূত রাজ্য প্রতিষ্ঠার কৃতিত্বের জন্য, কিন্তু তার মৃত্যুর পর সেই কেন্দ্রীভূত কাঠামো ধরে রাখা যায়নি — বরং তার উল্টো, শতবর্ষব্যাপী অরাজকতা (মাৎস্যন্যায়) নেমে এসেছিল। এই অরাজকতার অবসান কীভাবে ঘটেছিল তা পরবর্তী বিভাগে ("পাল বংশ") আলোচনা করা হয়েছে — এই দুটি ঘটনা (শশাঙ্কের মৃত্যু ও পালদের উত্থান) একসাথে মনে রাখলে ধারাবাহিকতা বুঝতে সুবিধা হয়।

1.5 পাল বংশ

দীর্ঘ শতবর্ষব্যাপী মাৎস্যন্যায়ের অরাজকতায় ক্লান্ত হয়ে বাংলার সামন্ত ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা একত্রিত হয়ে আনুমানিক 750 খ্রিস্টাব্দে গোপাল নামের একজন যোগ্য ব্যক্তিকে রাজা নির্বাচিত করেন। এই ঘটনাটি দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে অত্যন্ত ব্যতিক্রমী, কারণ এখানে রাজা বংশানুক্রমিকভাবে নয়, বরং একধরনের সম্মিলিত সিদ্ধান্তে নির্বাচিত হয়েছিলেন বলে ঐতিহাসিক তাম্রশাসনে (তামার ফলকে খোদাই করা রাজকীয় দলিল) উল্লেখ পাওয়া যায়। গোপালের হাত ধরেই বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয় পাল রাজবংশ, যা পরবর্তী প্রায় চারশ বছর ধরে বাংলা ও বিহারের একটি বিশাল অংশ শাসন করে।

6. 'মাৎস্যন্যায়' কোন শাসন আমলে দেখা দেয়?

ক) খিলজি শাসন আমলে খ) সেন শাসন আমলে গ) মোগল শাসন আমলে ঘ) পাল তাম্র শাসন আমলে

উত্তর: ঘ) পাল তাম্র শাসন আমলে

ব্যাখ্যা: শশাঙ্কের মৃত্যুর পর প্রায় একশ বছর (সপ্তম-অষ্টম শতক) বাংলায় যে চরম অরাজকতা চলে তাকে 'মাৎস্যন্যায়' বলে — বড় মাছ ছোট মাছকে গিলে খাওয়ার মতো অবস্থা; এই অরাজকতার অবসান ঘটিয়ে গোপাল পাল বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।

[প্রাইমারি সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা 2019 (3য় ধাপ)]

চাকরি বাংলা
সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি

1.5.1 ধর্মপাল, দেবপাল ও পাল বংশের স্বর্ণযুগ

গোপালের পুত্র ধর্মপাল (রাজত্বকাল আনুমানিক 770-810 খ্রিস্টাব্দ) পাল বংশকে প্রকৃত অর্থে একটি সাম্রাজ্যে পরিণত করেন — তার শাসনামলে পাল রাজ্যের সীমানা বাংলা ছাড়িয়ে বিহার ও উত্তর ভারতের একাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, এমনকি কনৌজের সিংহাসন নিয়ন্ত্রণ নিয়ে তৎকালীন অন্য দুই শক্তিশালী রাজবংশের (প্রতীহার ও রাষ্ট্রকূট) সাথেও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু ধর্মপালের সবচেয়ে স্থায়ী কীর্তি রাজনৈতিক নয়, বরং শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে — তিনি নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে বিশ্বখ্যাত সোমপুর মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করেন, যা তৎকালীন বৌদ্ধ শিক্ষার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে এবং যার ধ্বংসাবশেষ 1985 সালে ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান (World Heritage Site) হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এছাড়া ধর্মপাল বিক্রমশীলা মহাবিহার প্রতিষ্ঠাতা হিসেবেও পরিচিত, যা পরবর্তীকালে বৌদ্ধ শিক্ষার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়।

7. নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে অবস্থিত 'সোমপুর বিহারের' প্রতিষ্ঠাতা কে?

ক) রাজা ধর্মপাল খ) লক্ষ্মণ সেন গ) রাজা ধর্মসেন ঘ) রাজা বিক্রমাদিত্য

উত্তর: ক) রাজা ধর্মপাল

ব্যাখ্যা: পাল বংশের রাজা ধর্মপাল নওগাঁর পাহাড়পুরে বিখ্যাত সোমপুর বিহার প্রতিষ্ঠা করেন।

[প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা 2015 (2য় ধাপ)]

ধর্মপালের পুত্র দেবপাল (রাজত্বকাল আনুমানিক 810-850 খ্রিস্টাব্দ)-এর সময়ে পাল সাম্রাজ্য তার সর্বোচ্চ সীমানায় পৌঁছায়, এবং একে পাল বংশের ক্ষমতার শীর্ষবিন্দু হিসেবে গণ্য করা হয়। এরপর ধীরে ধীরে পাল সাম্রাজ্যের শক্তি ক্ষয় হতে থাকে, এবং শেষ উল্লেখযোগ্য পাল শাসক মদনপালের রাজত্বকাল আনুমানিক 1161 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয় — অর্থাৎ, 750 থেকে 1161/1174 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পাল বংশ প্রায় চারশ বছর বাংলা শাসন করে, যা বাংলার ইতিহাসে দীর্ঘতম স্থিতিশীল রাজবংশীয় শাসনগুলোর

একটি।

8. নিম্নের কোন বংশটি প্রায় চারশ বছরের মতো শাসন করেছে?

ক) পাল বংশ খ) সেন বংশ গ) সুলতান বংশ ঘ) উপরের কোনটি নয়

উত্তর: ক) পাল বংশ

ব্যাখ্যা: পাল রাজবংশ (750-1174 খ্রি.) — বাংলা ও বিহারে প্রায় চারশ বছর শাসন করেছে; প্রতিষ্ঠাতা গোপাল, স্বর্ণযুগ ধর্মপাল ও দেবপালের সময়।

[12তম শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল পর্যায়-2)]

নিচের চিত্রে পাল বংশের গুরুত্বপূর্ণ শাসকদের ক্রম সংক্ষেপে দেখানো হলো।

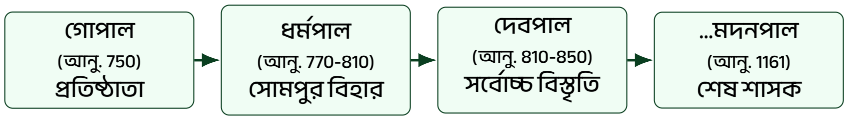

চিত্র 2: পাল বংশের প্রধান শাসকদের ক্রম — প্রতিষ্ঠাতা গোপাল থেকে শুরু করে স্বর্ণযুগের ধর্মপাল-দেবপাল হয়ে শেষ শাসক মদনপাল পর্যন্ত, মোট প্রায় চারশ বছরের শাসনকাল।

মনে রাখুন

পাল বংশ ছিল ধর্মীয়ভাবে বৌদ্ধ, এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকতাতেই বাংলা তথা সমগ্র পূর্ব ভারত এই সময়কালে বৌদ্ধ শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। সোমপুর মহাবিহার ও বিক্রমশীলা মহাবিহার — এই দুটি নাম এবং এদের প্রতিষ্ঠাতা ধর্মপাল, প্রশ্নে বারবার আসে বলে ভালোভাবে মনে রাখা প্রয়োজন।

1.6 অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

পাল বংশের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা এই বৌদ্ধ শিক্ষা-সংস্কৃতির ধারা থেকেই আবির্ভূত হন বাংলার ইতিহাসের অন্যতম বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব — অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। তিনি আনুমানিক 980 খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন বিক্রমপুরে (বর্তমান মুন্সিগঞ্জ জেলা), পাল রাজাদের শাসনামলে।

অতীশ দীপঙ্কর নালন্দা ও বিক্রমশীলা মহাবিহারে বৌদ্ধ দর্শন, তন্ত্র ও যুক্তিবিদ্যায় গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং পরবর্তীতে বিক্রমশীলা মহাবিহারের প্রধান আচার্যের দায়িত্বও পালন করেন। আনুমানিক 1042 খ্রিস্টাব্দে তিব্বতের রাজার আমন্ত্রণে তিনি হিমালয় পাড়ি দিয়ে তিব্বতে গমন করেন এবং সেখানে বৌদ্ধধর্মের সংস্কার ও পুনরুজ্জীবনে অসামান্য ভূমিকা রাখেন।

কোন পরীক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ

অতীশ দীপঙ্কর সম্পর্কে সাধারণত নিচের তথ্যগুলো নিয়ে প্রশ্ন আসে:

- জন্মস্থান: বিক্রমপুর (বর্তমান মুন্সিগঞ্জ জেলা), আনুমানিক 980 খ্রিস্টাব্দ।
- পরিচিতি: বৌদ্ধ পণ্ডিত ও বিক্রমশীলা মহাবিহারের আচার্য; তিব্বতে "জোবো জে" (অতুলনীয় প্রভু) উপাধিতে ভূষিত হন।
- অবদান: তিব্বতি বৌদ্ধধর্মের সংস্কার ও "কদম" সম্প্রদায়ের গোড়াপত্তনে প্রভাব বিস্তার করেন; তিব্বতেই 1054 খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

বাংলার একজন সন্তান বিদেশে গিয়ে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এত বড় প্রভাব ফেলেছেন — এই বিষয়টি পরীক্ষায় "বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব" প্রশ্নমালায় প্রায়ই ফিরে আসে।

1.7 সেন বংশ

দ্বাদশ শতকের গোড়ার দিকে দুর্বল হয়ে পড়া পাল সাম্রাজ্যের স্থলাভিষিক্ত হয় সেন বংশ, যাদের আদি বাসভূমি ছিল দক্ষিণ ভারত (কর্ণাটক অঞ্চল) বলে ধারণা করা হয়, যদিও তারা বাংলায় এসে দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিজয় সেনকে গণ্য করা হয় (রাজত্বকাল আনুমানিক 1097-1160 খ্রিস্টাব্দ), যিনি ধীরে ধীরে বাংলার বিভিন্ন অংশে পাল শাসনের অবসান ঘটিয়ে সেন শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন — কিছু ঐতিহাসিক গ্রন্থে বিজয় সেনের পিতা হেমন্ত সেনসহ গোটা বংশের শাসনকাল আনুমানিক 1070 থেকে 1230 খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ধরা হয়।

বিজয় সেনের উত্তরসূরি বল্লাল সেন (রাজত্বকাল আনুমানিক 1160-1179 খ্রিস্টাব্দ) সমাজ-সংস্কারক হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত — তিনি বাংলার হিন্দু সমাজে "কুলীন প্রথা" প্রবর্তন করেন, যার মাধ্যমে ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উচ্চবর্ণের মধ্যে সামাজিক মর্যাদার একটি স্তরবিন্যাস তৈরি করা হয়। বল্লাল সেন নিজে একজন পণ্ডিত ব্যক্তিও ছিলেন এবং "দানসাগর" ও "অদ্ভুতসাগর" নামে সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন।

বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন (রাজত্বকাল আনুমানিক 1179-1206 খ্রিস্টাব্দ) সেন বংশের সবচেয়ে আলোচিত শাসক, কারণ তাঁর আমলেই বাংলায় স্বাধীন হিন্দু শাসনের সমাপ্তি ঘটে। তাই লক্ষ্মণ সেনকে "বাংলার শেষ স্বাধীন হিন্দু রাজা" হিসেবে ইতিহাসে চিহ্নিত করা হয়।

9. বাংলার শেষ হিন্দু রাজা কে ছিলেন?

ক) বিজয় সেন খ) হেমন্ত পাল গ) গৌরী সেন ঘ) লক্ষ্মণ সেন

উত্তর: ঘ) লক্ষ্মণ সেন

ব্যাখ্যা: সেন বংশের লক্ষ্মণ সেন বাংলার শেষ হিন্দু রাজা; তাঁর আমলেই বখতিয়ার খলজি বাংলা জয় করেন।

[প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা 2007 (চট্টগ্রাম বিভাগ)]

লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালের শেষদিকে তুর্কি সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি একটি ক্ষিপ্র অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে আকস্মিকভাবে নদীয়ায় (তৎকালীন সেন রাজধানীর একটি) আক্রমণ চালান — কিংবদন্তি অনুযায়ী মাত্র সতেরো-আঠারো জন অশ্বারোহী নিয়ে তিনি এই সাহসী অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। আকস্মিক এই আক্রমণে বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেন ভীত হয়ে রাজধানী ত্যাগ করে বিক্রমপুরের দিকে পালিয়ে যান।

মূল তারিখ: বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়

1204 খ্রিস্টাব্দ — ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি নদীয়া আক্রমণ করে সেন রাজা লক্ষ্মণ সেনকে পরাস্ত করেন, যার মাধ্যমে বাংলায় সাড়ে তিনশ বছরের অধিক দীর্ঘ মুসলিম শাসনের সূচনা ঘটে।

10. বখতিয়ার খিলজি বাংলা জয় করেন কোন সালে?

সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি

(ক) 1212 (খ) 1200 (গ) 1204 (ঘ) 1211

উত্তর: (গ) 1204

ব্যাখ্যা: তুর্কি সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি 1204 সালে বাংলার সেন বংশের রাজা লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করে বাংলা জয় করেন।

[30তম বিসিএস]

লক্ষ্মণ সেনের পতনের পরেও সেন বংশ সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি — তাঁর পুত্র বিশ্বরূপ সেন এবং পরে কেশব সেন বিক্রমপুর অঞ্চলকেন্দ্রিক করে বাংলার পূর্বাংশের কিছু অংশে আরও কিছুকাল সীমিত শাসন বজায় রাখেন, আনুমানিক 1230 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তাই ইতিহাসে কেশব সেনকেই সেন বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য শাসক হিসেবে গণ্য করা হয়, যদিও প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতা ইতিমধ্যেই দিল্লির সুলতানি শাসনের হাতে চলে যাচ্ছিল।

11. বাংলায় সেন বংশের (1070-1230 খ্রিষ্টাব্দ) শেষ শাসনকর্তা কে ছিলেন?

(ক) হেমন্ত সেন (খ) বল্লাল সেন (গ) লক্ষণ সেন (ঘ) কেশব সেন

উত্তর: (ঘ) কেশব সেন

ব্যাখ্যা: লক্ষ্মণ সেনের পর তার পুত্র বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন বাংলার কিছু অংশে শাসন করেন। কেশব সেনকেই সেন বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য শাসক হিসেবে গণ্য করা হয়।

[41তম বিসিএস]

নিচের চিত্রে সেন বংশের শাসকদের ক্রম সংক্ষেপে দেখানো হলো।

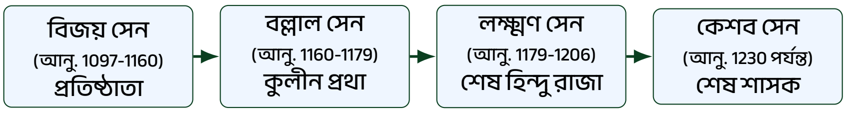

চিত্র 3: সেন বংশের প্রধান শাসকদের ক্রম — প্রতিষ্ঠাতা বিজয় সেন থেকে শেষ শাসক কেশব সেন পর্যন্ত। লক্ষ্মণ সেনের আমলে (1204) বখতিয়ার খলজির আক্রমণে স্বাধীন হিন্দু শাসনের অবসান ঘটে।

⚠ সাধারণ ভুল

বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেন — পিতা-পুত্র হওয়ায় এবং উভয়েই "সেন" বংশের গুরুত্বপূর্ণ শাসক হওয়ায় পরীক্ষার্থীরা প্রায়ই তাদের কীর্তি গুলিয়ে ফেলেন। মনে রাখবেন: **বল্লাল সেন** সমাজ-সংস্কারক হিসেবে পরিচিত (কুলীন প্রথা প্রবর্তন), আর **লক্ষ্মণ সেন** পরিচিত তাঁর পতনের জন্য (বখতিয়ার খলজির হাতে পরাজয়, 1204, এবং "শেষ স্বাধীন হিন্দু রাজা" উপাধি) — একজন প্রতিষ্ঠার জন্য বিখ্যাত, অন্যজন পতনের জন্য।

1.8 প্রাচীন বাংলার বাণিজ্য ও সংস্কৃতি

জনপদ-বিভক্ত ও পরবর্তীতে রাজবংশ-শাসিত এই সুদীর্ঘ সময়কালে বাংলার অর্থনীতি ও সংস্কৃতিও উল্লেখযোগ্যভাবে বিকশিত হয়েছিল।

বাংলার নদীবিধৌত উর্বর ভূমি কৃষিতে সমৃদ্ধ ছিল, এবং সমুদ্র উপকূলবর্তী হরিকেল ও সমতট জনপদের মাধ্যমে বাংলা প্রাচীনকাল থেকেই আন্তর্জাতিক সমুদ্রবাণিজ্যের সাথে যুক্ত ছিল। তাম্রলিপ্ত (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর অঞ্চলে অবস্থিত একটি প্রাচীন বন্দর) ছিল সেই সময়কার একটি গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রবন্দর, যার মাধ্যমে বাংলার সাথে চীন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও রোমান সাম্রাজ্যের বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল বলে ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলার সূক্ষ্ম বস্ত্রশিল্পের সুনাম — যা পরবর্তীকালে মসলিন কাপড় হিসেবে বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করবে — তারও শিকড় প্রোথিত ছিল এই প্রাচীন যুগের বয়নশিল্প-ঐতিহ্যে।

ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে প্রাচীন বাংলায় হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সহাবস্থান লক্ষ করা যায়, যদিও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় কোনো না কোনো ধর্মের প্রাধান্য বেশি দেখা গেছে (যেমন পাল আমলে বৌদ্ধধর্ম, সেন আমলে হিন্দুধর্ম)। পাল আমলেই রচিত হয় "চর্যাপদ" — বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের রচিত গানের সংকলন, যাকে বাংলা ভাষার প্রাচীনতম প্রাপ্ত সাহিত্যিক নিদর্শন হিসেবে গণ্য করা হয়। এই একটি তথ্যই প্রমাণ করে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিকড়ও এই সুপ্রাচীন যুগেই প্রোথিত।

এই অধ্যায়ে আলোচিত জনপদভিত্তিক বিভাজিত বাংলা ধীরে ধীরে একটি অভিন্ন পরিচিতির দিকে অগ্রসর হয়েছিল, যদিও এর পূর্ণাঙ্গ রূপ পেতে আরও কয়েক শতাব্দী অপেক্ষা করতে হয়েছিল। সেন বংশের পতনের পর সুলতানি শাসনামলে, চতুর্দশ শতকে, স্বাধীন সুলতান শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ সমগ্র বাংলাকে রাজনৈতিকভাবে একত্রিত করে "বাঙ্গালাহ" নামের আনুষ্ঠানিক প্রচলন করেন — অর্থাৎ, এতগুলো পৃথক জনপদ ও রাজবংশের দীর্ঘ ইতিহাস পেরিয়ে তবেই "বাংলা" একটি অভিন্ন রাজনৈতিক পরিচয়ে রূপান্তরিত হয়।

12. 'বাঙ্গালাহ' নামের প্রচলন করেন -

(ক) শশাঙ্ক (খ) ধর্মপাল (গ) ইলিয়াস শাহ (ঘ) আকবর

উত্তর: (গ) ইলিয়াস শাহ

ব্যাখ্যা: স্বাধীন সুলতান শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ সমগ্র বাংলাকে একীভূত করে 'বাঙ্গালাহ' নামের প্রচলন করেন।

[14তম বিজেএস (বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস) প্রিলিমিনারি]

এই ঘটনাটিই পরবর্তী অধ্যায় "সুলতানি ও মুঘল আমল"-এর মূল সূচনাবিন্দু — যেখানে আমরা দেখব কীভাবে বখতিয়ার খলজির বিজয়ের (1204) পর দিল্লি সালতানাতের অধীনে বাংলা শাসিত হয়েছিল, এবং কীভাবে ধাপে ধাপে একটি অখণ্ড "বাঙ্গালা" রাষ্ট্রীয় পরিচয় গড়ে উঠেছিল।

ℹ মনে রাখুন

এই অধ্যায়ে আলোচিত জনপদ (পুণ্ড্র, বঙ্গ, সমতট, গৌড়, হরিকেল, বরেন্দ্র), রাজবংশ (পাল ও সেন) এবং তাদের রাজধানী-প্রতিষ্ঠাতা-উল্লেখযোগ্য কীর্তি — এই তথ্যগুলো পরবর্তী প্রায় প্রতিটি ইতিহাস-সম্পর্কিত অধ্যায়ের ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে, বিশেষত পরের অধ্যায়ে সুলতানি ও মুঘল আমল আলোচনার সময় বারবার এই প্রেক্ষাপটের প্রয়োজন হবে।

সারসংক্ষেপ: এই অধ্যায়ের মূল তথ্য একনজরে

পুণ্ড্র জনপদের কেন্দ্র	পুণ্ড্রনগর (বর্তমান মহাস্থানগড়)
মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা (চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য)	আনু. 322 খ্রিস্টপূর্বাব্দ
শশাঙ্ক: প্রথম স্বাধীন বাংলার রাজা, রাজধানী	কর্ণসুবর্ণ, আনু. 590-এর দশক-625
মাৎস্যন্যায় (অরাজকতার যুগ)	আনু. 650-750 খ্রিস্টাব্দ
পাল বংশ প্রতিষ্ঠা (গোপাল) ও স্বর্ণযুগ	আনু. 750; ধর্মপাল-দেবপাল (770-850)
সোমপুর মহাবিহার প্রতিষ্ঠাতা	ধর্মপাল (পাহাড়পুর, নওগাঁ)
অতীশ দীপঙ্কর: জন্ম ও তিব্বত গমন	বিক্রমপুর (আনু. 980); তিব্বতে আনু. 1042
সেন বংশ প্রতিষ্ঠা (বিজয় সেন) ও শেষ হিন্দু রাজা	আনু. 1097; লক্ষ্মণ সেন (1179-1206)
বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়	1204 খ্রিস্টাব্দ
"বাঙ্গালাহ" নামের প্রচলন	শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ (সুলতানি আমল)

এই দশটি তথ্য ভালোভাবে আত্মস্থ করে নিলে এই অধ্যায়ের প্রায় যেকোনো প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে, এবং পরবর্তী অধ্যায়ের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বুঝতেও সুবিধা হবে।

চাকরি বাংলা
সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি